খিদমতে খালক সিরিজ ২

কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রণীত

অন্ধকার কবরে নূরের আলো

লেখক

অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ

Scanned by CamScanner

কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রণীত

অন্ধকার কবরে নূরের আলো

অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদনায় : মাওলানা আবু তালিব

প্রকাশনায়: খিদমতে খালক ফাউণ্ডেশন
বড়ভাঙ্গা, ডেমরা, ঢাকা -১৩৬১।

পরিবেশনায় : জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা- ১১০০।

আর্থিক সহযোগীতায় : মোঃ আবুল বাশার ভুইয়া

গ্রন্থস্বত্ব: © লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বিনিময়: ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

০১. পরকাল কি? ০৭

০২. পরকালের যৌক্তিকতা? ০৮

০৩. পরকালে বিশ্বাস না করার কারণ কি? ০৮

০৪. পরকালের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব ০৯

০৫. যেখান থেকে পরকালের জীবন শুরু: ১০

০৬. ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা পরকালে করলেন কেন? ১১

০৭. ভাল ও মন্দ ফয়সালা ও প্রতিদান এই দুনিয়াতেই কেন দেয়া হচ্ছে না? ১৩

০৮. পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ সঠিক নয় ১৪

০৯. আলমে বারযাখে অবস্থানকারীদের অবস্থা ১৫

১০. কবর হচ্ছে প্রথম ঘাঁটি ১৭

১১. কবর দেয়ার নিয়ম ১৭

১২. দাফন শেষে দো'আ ও করণীয় ১৯

১৩. কবরের ইন্টারভিউ ২০

১৪. কবরে তিনটি প্রশ্নের তাৎপর্য ২১

১৫. কবরে চতুর্থ প্রশ্ন ২৭

১৬. কবরে চতুর্থ প্রশ্নের তাৎপর্য ২৮

১৭. কবরের ফেতনা থেকে বাঁচার আমল ২৯

১৮. কবরের জীবন কেমন? ৩০

১৯. সবিনয়ে জানতে চাই ৩৩

২০. শহীদগনের কবর জীবন ৩৫

২১. রাসুল (ﷺ)-এর বারযাখী জীবন ৩৪

Scanned by CamScanner

২২. রাসুল (ﷺ)-এর যুগে সাহাবীদের আক্বীদাহ ৩৮
২৩. রাসুল (ﷺ)-এর মৃত্যুর বিষয়ে রাসূলের নিজের শিক্ষা ৩৮
২৪. রাসুল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা ৩৮
২৫. কবরের আযাব সত্য ৪১
২৬. কুরআনের আলোকে কবর আযাব ৪১
২৭. কবরের আযাবের ধরণ ৪৩
২৮. মৃত ব্যক্তিকে কবরের চেপে ধরা ৪২
২৯. কবর জগৎ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ৪৪
(ক) কবরে শরীরের অবস্থা কেমন থাকে? ৪৪
(খ) রূহ মানব দেহ থেকে বের হবার পর কোথায় থাকে? ৪৪
(গ) পৃথিবীতে কি রূহদের ফিরে আসা সম্ভব? ৪৫
(ঘ) কবর আযাব রূহের উপর না শরীরের উপর? ৪৬
৩০. কবর জগতে মুমিনের সম্মান ৪৭
৩১. কাফেরের লাঞ্ছনা ও অপমান ৪৯
৩২. কবরবাসী দুনিয়াবাসী সম্পর্কে জানতে চায় ৫১
৩৩. মৃত্যুর পরও যে সব কাজের সওয়াব পেতে থাকবে ৫১
৩৪. কবর আযাবের বিবরণ ৫২
৩৫. কবর আযাব মানুষ ও জ্বীনকে শোনানো হয় না কেন? ৫৮
৩৬. কবর আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে যারা ৫৯
৩৭. কবর আযাব থেকে নাজাতের প্রার্থনা ৬০
৩৮. খিদমতে খালকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৬২
৩৯. এর মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মসূচী হলো : ৬২
৪০. একটি জরুরী প্রস্তাবনা ৬৩

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের যিনি পরকাল বিষয়ে কিছু লিখার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌। আর আমি এ বিষয়ে লিখার জন্য মহান আল্লাহর কাছেই তাওফীক কামনা করছি। আমার পিয়ারা নবী স. এর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি। যিনি কবর জগৎ সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞান দান করে এর আযাব থেকে বাঁচার আমল ও বর্ণনা করে গেছেন স্পষ্টভাবে। সেই সমস্ত আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি মহান প্রভুর দরবারে যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান ইসলাম পেয়েছি এবং আজও যারা মহান প্রভুর বিধান কার্যকর করার জন্য সবচেয়ে প্রিয় বস্তু প্রাণটুকু বিলিয়ে দিচ্ছে। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে খালেছ ভাবে প্রার্থনা করি হে আমাদের দয়াময় প্রভু! তোমার দ্বীনের প্রয়োজনে যদি আর ও (১টি) প্রাণের কুরবানী প্রয়োজন হয় তবে আমাকে কবুল করে নিও।"

সম্মানিত পাঠক মণ্ডলী! যে বিষয়ে লিখতে চেষ্টা করছি তা আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বহির্ভূত। আল্লাহর বাণী অথবা রাসুলের হাদীসই এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস। কবরের কঠিন মঞ্জিলকে আমাদের পূর্বসূরীগণ যতটা ভয় পেত, আজ আমরা তা থেকে ততটা অন্যমনস্ক এবং নির্ভয়ে দিনাতিপাত করছি। পৃথিবীর রং তামাশায় আমরা এতটা মত্ত হয়ে রয়েছি যে, ভুলেও কখনো কবরের কথা স্মরণ হয় না। আমাদের এ অন্যমনস্কতার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে সতর্ক করা হয়েছে এভাবে :

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ

অর্থ: মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন; কিন্তু তারা উদাসীনতায় অন্যমনস্ক রয়েছে।" (সুরা আল আম্বিয়া আয়াত: ১)

আজ আমাদের মাঝে পাপের সয়লাব। আমরা শিরক বিদ'আতে জড়িত হয়ে ঈমানকে নষ্ট করে সমস্ত আমল বরবাদ করে দিচ্ছি কিন্তু কবর জগতের অবস্থা নিয়ে আমাদের কোন টেনশন নেই, প্রস্তুতি নেই। অথচ আল্লাহর রাসুলের সাহাবী ইসলামের প্রথম খলিফা যিনি বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মৃত্যু ও কবরের ভয়ে কতটা ভীত

Scanned by CamScanner

সন্তুষ্ট থাকতেন তা বুঝা যায় তার এ দোয়া থেকে: "হে প্রভু। আমার কি অবস্থা হবে সৎ আমল আমার নেই, অসৎ আমল অসংখ্য, পাথেয় সামান্য।"

আমীরুল মুমিনিন উমর রা. কবরের ও আখেরাতের কথা স্মরণ করে এত কাঁদতেন যে, তার চেহারায় দুটি কালো দাগ পড়েছিল। আমীরুল মুমিনিন হযরত উছমান (রা.) কবরের কথা স্মরণ হলে এত অধিক কাঁদতেন যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। একদিন খুতবা দিতে গিয়ে রাসুল (ﷺ) বললেন : "তোমরা কবরে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় পরীক্ষায় নিপতিত হবে।" এ কথা শুনে সাহাবীগণ এত ভীত সন্ত্রস্ত হলেন যে, তারা কাঁদতে শুরু করলেন।

মৃত্যু ও কবর নিয়ে আলোচনা করলে মানুষের দিল নরম হয়, ঈমান বৃদ্ধি পায়। ফলে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ভয় জন্মে এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তাই এ বিষয়ে লিখার জন্য প্রথমে কলম ধরেছি। বর্তমানে আমাদের দেশে কবর কেন্দ্রিক সবচেয়ে বেশী বিদআত হচ্ছে। আমি চেষ্টা করব সহীহ্ হাদিসের আলোকে কবরের বিবরণ স্পষ্টভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। আল্লাহ্র কাছে তাওফীক চাই। কবর কেন্দ্রিক শিরক ও বিদআত থেকে এ জাতিকে আল্লাহ্ হেফাজত করুন। কবরের ফিতনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। কবরের ইন্টরভিউতে উত্তীর্ণ হওয়ার তওফীক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

এই বিষয়ে লিখতে গিয়ে যে সমস্ত গ্রন্থের সহযোগীতা নিয়েছি এর সম্মানিত লেখকদের জন্য মহান রবের নিকট নাজাতের প্রার্থনা করছি। আমার এ লিখা পড়ে যদি পাঠকের মনে পরিবর্তন আসে কবরের ইন্টারভিউতে পাশ করার প্রস্তুতি গ্রহনে সচেষ্ট হন তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। দোআ চাই আমি যেন আর ও বিভিন্ন বিষয়ে শিরক ও বিদআত মুক্ত সঠিক বর্ণনা তুলে ধরতে পারি। আল্লাহ্ যেন আমার এ শ্রমকে কবুল করে পরকালের কঠিন মুসিবতের সময়ে নাজাতের উসিলা বানাইয়া দিন।

অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ
আল্লাহর করুণাপ্রার্থী
তাং ২২-০২-২০১৩ ঈসায়ী।

Scanned by CamScanner

পরকাল কি?

যে সব লোক মৃত্যুবরণ করেছে তারা সবাই পরকালে প্রবেশ করেছে। আর যারা কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে তারা প্রত্যেকেই পরকালের জীবনে প্রবেশ করবে। মৃত্যু যেমন সকলের জন্যই অনিবার্য, ঠিক তেমনি পরকালের জীবনও সকলের জন্যই অবশ্যম্ভাবী। তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারলাম যে, ইহকাল ও পরকালের মাঝে সেতু বন্ধন হচ্ছে মৃত্যু। অন্যভাবে বললে বলা যায় মৃত্যুর একপাশে ইহকাল অপর পাশে পরকাল।

মৃত্যুকে অস্বীকার করে এমন কোন লোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। তবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মতবাদ। মৃত্যুর পর কি কোন জীবন আছে, থাকলে তা কিরূপ? এ প্রশ্নটি কোন সাধারণ প্রশ্ন নয়, এটা বাস্তব জীবনেরই প্রশ্ন। কারন এ প্রশ্নের জবাবের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে দুনিয়ার জীবনধারা।

পরকালে বিশ্বাসী যে সম্প্রদায় তাদের ইহকালের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ হয় পরকালীন সাফল্যকে কেন্দ্র করে।

অপরদিকে পরকালে অবিশ্বাসী যে সম্প্রদায় তাদের সকল কাজের মূলনীতি হল, খাও দাও ফূর্তি করো আগামী কাল বাঁচবে কিনা বলতে পারো?

জীবনকে যেভাবে খুশী সেভাবে ভোগ করার অনুপ্রেরনা দিয়ে কবি ওমর খৈয়াম বলেছিল,

"নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতায় শূন্য থাক
দুরের বাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।"

মৃত্যুর পর হতে অনন্ত অসীম জীবনে মানুষ মহাবিশ্বের যে অংশে অবস্থান করে তাকে পরকাল বলে।

মানুষ মরে যায়, তার স্থলে অন্য মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। তেমনিভাবে পশু-পাখি, গাছ-পালা ইত্যাদি বিলুপ্তি ঘটার সাথে সাথে তাদের স্থান দখল করছে তাদের নতুন বংশধরেরা। প্রকৃতির এই যে পালা বদলের অব্যাহত ধারা এর কি কোন শেষ আছে? দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ আজ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এ বিশ্ব-ব্যবস্থা একদিন বিপর্যস্ত ও বিলুপ্ত হবে।

Scanned by CamScanner

পরকালের যৌক্তিকতা

স্বল্পকালীন জীবনে মানুষ যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তার প্রতিফল এতোই সুদুরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী যে, তা পুরোপুরি ভোগ করতে হলে লক্ষ কোটি বছর দীর্ঘায়ু প্রয়োজন।

যেমন: একজন মানুষ একাধিক লোককে হত্যা করল। হত্যার শাস্তি যদি প্রয়োগ করা হয় তবে তাকে একবার হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু তার জিম্মায় একাধিক হত্যার অভিযোগ রয়েছে। তাকে শাস্তি দেয়ার আর কোন উপায়ই থাকে না।

অপর একজন মানুষ সারা জীবন ভাল কাজ করল, কিন্তু তার পুরোপুরি ফলাফল ইহকালে ভোগ করতে পারল না বরং কোন কোন সৎকাজ করতে গিয়ে তাকে অনেক দুর্নামও অপমান সইতে হয়েছে। আবার এমন কিছু সৎকাজ করলো যেগুলো দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রকাশই পেল না।

এ কারনেই জ্ঞানবুদ্ধির স্বাভাবিক দাবী, এমন একটি দীর্ঘ জীবন হওয়া উচিত যেখানে প্রতিটি পাপ পূর্ন্যের পূর্ণ প্রতিফল ভোগ করা সম্ভব।

এ বিষয়ে নিশ্চিত ও বাস্তব কোন জ্ঞান মানুষের কাছে নেই বলেই সে চূড়ান্ত রায় দিতে অক্ষম। ফলে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান বিল গায়েবই হচ্ছে -এর সমাধানের একমাত্র উপায়। এ সম্পর্কে কুরআনও হাদীসে বহু বর্ণনা রয়েছে। তার সারকথা হচ্ছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন এক জায়গা সৃষ্টি করে রেখেছেন যার শুরু আছে শেষ নেই। তার নাম পরকাল। সেখানে অপরাধী আসামীদের শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের আর মৃত্যু হবে না। আবার যাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেওয়া হবে তারাও হবেন অমর। কোন দিন তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না।

পরকাল বিশ্বাস না করার কারণ কি?

পরকাল বিশ্বাস না করার কারন কি? এ এক জটিল প্রশ্ন। একজন মানুষের মনের অবস্থা অপর একজন মানুষ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে

Scanned by CamScanner

না। আলিমুল গায়েব ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তরও যথাযথ ভাবে আর কেউ দিতে পারবে না। তাই যে সকল কারনে মানুষ পরকালকে অবিশ্বাস করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুন্দরভাবে পবিত্র কুরআনে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

১. মানুষ নিজেকে উদ্দেশ্যহীন, সেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন মনে করে। সে বিশ্বাস করে যে, তার কোন তত্ত্বাবধায়ক ও হিসাব গ্রহণকারী নেই।

২. এদের চাওয়া পাওয়া দুনিয়ার জীবনেরই সীমাবদ্ধ। তাই প্রাথমিক ও সাময়িক ফলাফলকেই তারা চূড়ান্ত মনে করে।

৩. যে সব বস্তু প্রকৃত পক্ষে চুড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে ক্ষতিকর আপাত লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখার ফলে সেগুলোকেই সে উপকারী মনে করে বসে এবং তা পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়।

৪. পরকাল অবিশ্বাসের দ্বারা মানুষের গোটা নৈতিক ও কর্মজীবনই প্রভাবিত হয়ে থাকে। ফলে সে অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে যায়।

৫. যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং গোনাহের কাজে লিপ্ত রয়েছে তারাই পরকালকে অস্বীকার করে। মুনাফিকরা যদিও পরকাল সম্পর্কে নেতিবাচক বক্তব্য রাখে না তবুও তারা তার জন্য দুনিয়ায় কোন ছাড় দিতে রাজী নয় বরং দুনিয়ার জীবন পুরোপুরি ভোগ করার পর যদি তা পাওয়া যায়, তবে আপত্তি নেই এই নীতিতে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে আল্লাহর বিধান হচ্ছে, পরকালের অসীম সুখ সম্ভার পেতে হলে দুনিয়ার অস্থায়ী সম্ভারকে ত্যাগ করার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরকালে বিশ্বাসের প্রভাব

মানুষের সামগ্রীক জীবনের যাবতীয় কর্মের মাধ্যমেই তার বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। আকীদা বিশ্বাসের নীতিমালা অনুযায়ী মানুষ তার কর্মপন্থা প্রনয়ন করে থাকে।

যে ব্যক্তি পরকালকে অস্বীকার করে, নশ্বর এই পৃথিবীর প্রতিটি কাজেরই জবাবদিহী করতে হবে, এ ধারনা রাখে না। সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। নীতি নৈতিকতা বলতে কিছুই তার আর অবশিষ্ট থাকে না।

Scanned by CamScanner

আবার যে ব্যক্তি মনে করে প্রতিটি কাজের জন্যই একদিন মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহী করতে হবে। আরও মনে করে যে আমি তো এখানে পুরিপূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী কোন স্বত্ত্বা নই বরং আমি হচ্ছি মহান রাব্বুল আলামীনের খলিফা বা প্রতিনিধি। সুতরাং আমার প্রভু আমাকে যতোটুকু স্বাধীনতা দিয়েছেন, আমি শুধুমাত্র এতোটুকু স্বাধীন। তখন ঐ ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপ, আচার-আচরন, কথা-বার্তা, লেন-দেন, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি সবকিছুই নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে সম্পাদিত হয়। উপরোক্ত বিশ্বাসের কারনেই যেমন একজন রোজাদার নির্জনে লুকিয়ে পানাহার করে না। ঠিক তেমনিভাবে একজন মুমিন কখনো কোন অবস্থাতেই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে না। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, পরের সম্পদ অপহরন, ইত্যাদি প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই তার মানসপটে ভেসে উঠে পরকারের করুন চিত্র। ফলে তার মধ্যে ক্রমে ক্রমেই এসব বস্তুর প্রতি বিকর্ষন সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক মানের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

আলমে বারযাখ

যেখান থেকে পরকালের জীবন শুরু

মৃত্যু যেমন সকলের জন্যই অনিবার্য ঠিক তেমনি পরকালের জীবনও সকলের জন্য অবশ্যম্ভাবী। পরকালকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১. আলমে বারযাখ ও

২. আলমে হাশর।

আলমে বারযাখ : আলমে বারযাখ ই হচ্ছে পরকালের প্রথম ষ্টেশন। মানুষের আত্মা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে অবস্থান করে তাকে আলমে বারযাখ বলে।

পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Scanned by CamScanner

"এসব মৃত লোকদের পিছনে একটি বারযাখ অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত।" (সুরা মুমিনুন-১০০)

এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন,

"পরকালের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম ঘাঁটি। যদি কেউ সেখান থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে তবে পরের ঘাঁটিগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে, আর যদি মুক্তি লাভ করতে না পারে তবে পরের ঘাঁটিগুলো তার আরও কঠিন হয়ে পড়বে।"

বারযাখ শব্দটি আবরী। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে পর্দা। তা এমন একটি জায়গা যেখান থেকে পৃথিবীতে আর ফিরে আসা সম্ভব নয় আবার জান্নাতে বা জাহান্নামে চলে যাওয়াও সম্ভব নয়।

আলমে বারযাখটা আবার দুই প্রকার। যেমন-ইল্লিন ও সিজ্জিন।

ইল্লিন: পবিত্র রুহ্ রাখার স্থান। আর এখানে জান্নাতের পরিবেশ বিরাজ করবে।

সিজ্জিন: অপবিত্র তথা পাপী রূহ রাখার স্থান। আর সেখানে জাহান্নামের পরিবেশ বিরাজ করবে।

কবর: কবর বলতে সেই নির্দিষ্ট গুহাকে বুঝায় না যেখানে মৃত লাশ দাফন করা হয়। বরং কোন লাশ জীব-জন্তুতে খেয়ে ফেললে অথবা আগুনে পুড়িয়ে দিলে এমনকি সাগরে ভাসিয়ে দিলেও আলমে বারযাখ ইল্লিন অথবা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। আর কবরের আযাব বলতে ইল্লিন ও সিজ্জিনের অবস্থার কথাই বুঝানো হয়েছে।

ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা পরকালে করলেন কেন?

মহান আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন, মহা কৌশলী ও মহাজ্ঞানী। তার প্রজ্ঞা ও ভবিষ্যত দর্শিতার ইচ্ছা হচ্ছে, চূড়ান্ত ফয়সালা ও প্রতিদানের জন্য নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহর জ্ঞানে এ বিষয়ে অনেক উপযোগীতা ও কল্যাণকারীতা নিহিত। আমরা ভাসমান দৃষ্টি ও সীমাবদ্ধ

Scanned by CamScanner

জ্ঞান দ্বারা যা কিছু বুঝি তা হচ্ছে এ জগতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্য সৃষ্ট জীবের সাথেও মানুষের সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সকল সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং কারো জান-মালে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা থেকে বারণ করা হয়েছে। এক মাখলুকের উপর অন্য মাখলুকের কি হক রয়েছে তা ইসলামী শরীয়ত সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে।

এর সাথে আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় যে, নেক আমল ও বদ আমল প্রত্যেকটি দুই প্রকার।

প্রথমত : ঐ সমস্ত আমল বা কাজ যা করার সাথে সাথে তার ফলাফল ও সাব্যস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ যা করার পরপরই মানুয় শাস্তি বা সওয়াবের উপযুক্ত হয়ে যায়, পরবর্তীতে সেই আমলের কোন প্রভাব বাকী থাকে না।

দ্বিতীয়ত : ঐ আমল বা কাজ যা করার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় না বরং তার একটা প্রভাব থেকে যায়। আমলকারী যুগ যুগ ধরে তার ফলাফল সওয়াব বা শাস্তি পেতে থাকে। যে কোন ব্যক্তি বক্তব্য লেখার মাধ্যমে দাওয়াতে তাবলীগ করল যার প্রভাবে সারা দুনিয়ায় নেক কাজ ছড়িয়ে পড়ল। এমন কর্মকান্ডের সওয়াব যুগ যুগ ধরে চালু থাকবে। এটাকেই বলা হয় সদকায়ে জারীয়ার সওয়াব। পক্ষান্তরে কেউ গোনাহের প্রচার করল বা এমন কোন বই লিখে দিল যা মানুষকে গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তাহলে পাপ কর্মের গোনাহ তার আমল নামায় রীতিমত লিখতে থাকবে। তাহলে বুঝতে পারলাম জীবদ্দশায় যেমন মানুষের আমল নামায় ভালমন্দ কাজগুলো লেখা হয় তেমনি মৃত্যুর পরও তার আমল নামায় পাপ-পূন্য সংযোজন করা হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কবরও আমলপ্রাপ্তির স্থান। মানুষের কিছু কিছু আমলের কারণে কবরের জীবনেও পাপ কিংবা পূন্য আমল নামায় লিখা হচ্ছে। সুতরাং এ সকল আমলের যা মৃত্যুর পর কবরে থাকা কালীন সময়ে আমল নামায় লিখা হচ্ছে তার প্রতিদান কিভাবে দেয়া হবে এবং কিভাবে শেষ ফয়সালা করা হবে?

Scanned by CamScanner

এ ছাড়া মানুষের হক সম্পর্কীয় বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই কেয়ামত পরবর্তী জীবনেই চূড়ান্ত ফয়সালার দিন ধার্য্য করা হয়েছে। কেননা কবর জীবনে সমস্ত পওনাদার ও হকদার উপস্থিত থাকবে না। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু কালটি ভিন্ন ভিন্ন ও পৃথক। আজ যিনি কবর জগতে এসেছেন তার উপর যারা জুলুম করেছেন তারা হয়তো আরও বিশ বছর পর কবর জগতে আসবেন। আর তিনি যাদের উপর জুলুম করেছেন তারা হয়তো আর ও ৫০/৬০ বছর পর কবরে যাবেন। অথচ ন্যায় পরায়নতার দাবী হলো বাদী ও বিবাদী উভয়েই উপস্থিত থাকা অবস্থায় ফয়সালা করা। কারো অনুপস্থিতিতে ফয়সালা করা হলে আমার হক কম দেয়া হয়েছে বলে বাদী আপত্তি করতে পারে আবার বিবাদী ও আপত্তি করতে পারে এই বলে যে, আমার উপস্থিতিতেই আমার বিরুদ্ধে ফয়সালা দেয়া গ্রহণযোগ্য হত, কারন আমি বাদীর নিকট ক্ষমা চাইলে হয়তো সে আমাকে ক্ষমা করে দিত।

অতএব, হিকমতের দাবী হল, ফয়সালার জন্য এমন একটি তারিখ ধার্য্য করা যাতে সকলেই উপস্থিত থাকবে এবং সকল আমলের পরিসমাপ্তি ঘটবে। আর সেই তারিখটিকেই বলা হয় পরকালের দিন, যা কিয়ামতের পরে সকল মানুষই দেখতে পাবে। সেদিন এই বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সব ধরনের আমল ও তার ধারাবহিকতা খতম হয়ে যাবে। হযরত আদম থেকে শুরু করে সৃষ্টির সর্বশেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে এক জায়গায় এক আদালতে উপস্থিত করা হবে। সেদিনই চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে এবং আমলের উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে।

ভাল মন্দ ফয়সালা ও প্রতিদান এই দুনিয়াতেই কেন দেয়া হচ্ছে না?

আমরা জানি, দুনিয়া হচ্ছে আ'মলের স্থান, এতে শুধু পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফয়সালা অনুযায়ী বিনিময় দেয়ার স্থান হচ্ছে পরকাল। যদি এখানেই বিনিময় দেয়া হয় তাহলে গায়েবের উপর ঈমান আনার কোন সুযোগ থাকবে না এবং পরীক্ষা করার যে উদ্দেশ্য তা অর্থহীন হয়ে যাবে।

Scanned by CamScanner

অপরদিকে মৃত্যু পর্যন্ত আ'মলের ধারা জারী থাকে। নেকীর কারনে অনেক সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়। আবার বড় গোনাহের জন্য রয়েছে তওবা করার সুযোগ। সুতরাং একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহন ও ফলাফল প্রদান যুক্তি বিরোধী। এ কারনেই এ জীবনের পর পরকালের জীবনে ভালমন্দের ফয়সালা হওয়া এবং আমলের প্রতিদান দেয়াই যুক্তিযুক্ত। কেয়ামত সংঘটনের পর হাশর দিবসে সকল মানুষের হিসাব গ্রহণ করে ফয়সালা ও শেষ হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী জাহান্নাম অথবা জান্নাতে পৌছে যাবে। যারা গোনাহগার মোমেন লোক বদ আ'মলের কারনে জাহান্নামে যাবে পরবর্তীতে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় জাহান্নাম হতে বের করে ঈমানের কল্যানে জান্নাতে প্রবেশ করান হবে। কিন্তু কাউকেই জান্নাত হতে বের করে অন্য কোথাও পাঠান হবে না। শেষ বিচারের ফয়সালার পর জান্নাত প্রাপ্তিই হচ্ছে মানব জীবনের মহান সাফল্য।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। আর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপদ রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করান হবে, সেই হবে সফলকাম। এ পার্থিব জীবন প্রতারনাময় সম্পদ ছাড়া কিছুই না।"

(সূরা আলে-ইমরান:)

পুনর্জন্মাবাদ বা জন্মান্তরবাদ সঠিক নয়

মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ মৃত্যুর পর আ'মলের প্রতিদান পাবার ব্যাপারে অনেক জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এসব জল্পনা-কল্পনার সঠিক কোন ভিত্তি নেই বরং তারা অনুমান করে এমন কিছু মতামত ব্যক্ত করেছে যা আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ)-এর শিক্ষা এবং

Scanned by CamScanner

ইসলামী মৌল বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং স্বাভাবিক সুস্থ্য মস্তিষ্কসম্পন্ন বিবেকবান মানুষের নিকট অযৌক্তিক ও বটে।

যেমন কোন কোন জাতির মধ্যে পুর্নজন্মবাদের চিন্তাধারা ও আকীদা বিশ্বাস প্রচলিত। তাদের ধারনা মতে,মৃত্যুর পর মানবাত্মা অন্য মানুষ বা প্রাণীর অবয়বে স্থান নিয়ে দুনিয়াতে পূনরায় জন্ম গ্রহণ করে। আর এটা সর্বদাই হয়ে থাকে। তাদের ভাষায় একেই পুর্নজন্মবাদ বলা হয়।

এ পার্থিব জগতে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর দেখে দার্শনিকগণ অনুমান ও ধারনার বশবর্তী হয়ে এ মনগড়া আকীদা রচনা করেছে যে, পূর্বজন্মে যাদের প্রতি করুনা করা হয়েছে, তারই পরিনতি ফল হচ্ছে, এ ভাল ওমন্দ অবস্থা।

অহী জ্ঞান বঞ্চিত সেই সব গুরু দার্শনিকদের মনগড়া মতবাদ বিভিন্ন দিক দিয়ে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। এ আকীদা ও বিশ্বাসকে কিছুক্ষণের জন্য সমর্থন করলেই একজন সাধারণ মানুষের কাছে এ জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয় যে, আমলের প্রতিদান মূলত: তাকেই বলা যায়, যার সম্পর্কে প্রতিদান গ্রহণকারী জ্ঞাত হয় এবং বিশ্বাস করে যে, এ শাস্তি বা দুঃখ-কষ্ট আমি অমুক অমুক আমলের কারনে পাচ্ছি। শাস্তি বা দুঃখ-কষ্ট ভোগকারী যদি না জানে যে, এটা অমুক আ'মলের কারণে হয়েছে, তাহলে তাকে প্রতিদান বলা অর্থহীন। দুনিয়াতে যারা বর্তমানে আছে, তারা যদি এটা জানতে না পারে যে, এ শাস্তি বা দুঃখ-কষ্ট অমুক স্থানের অমুক আমলের কারনে হয়েছে তাহলে দুনিয়ার সুখ-শান্তি বা দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তিকে পূর্বজন্মের পরিনতির ফল কিভাবে ভাবতে পারে?

আলমে বারযাখে অবস্থানকারীদের অবস্থা

কুরআন মজীদের বহু আয়াত ও বহু সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, আলমে বারযাখে শাস্তি অথবা শান্তি প্রদান করা হবে। যেমনঃ ফিরআউন ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে আ'মলে বারযাখে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

Scanned by CamScanner

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"আর ফিরআউনের সঙ্গী-সাথীরা নিকৃষ্ট আজাবের আওতায় পড়ে গেল। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে আজাবের সামনে পেশ করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্তটি এসে যাবে তখন বলা হবে যে, ফিরআউন ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর। (সুরা মুমিন, আয়াত ঃ ৪৫,৪৬)

আর মুত্তাকীন লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"সেই মুত্তাকীনদেরকে, যাদের রুহসমূহ ফেরেশতাগণ যখন পবিত্রাবস্থায় কব্জ করে। তখন বলেন-তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের আমলের বিনিময়ে এখন তোমরা জান্নাতে যাও।"
(সুরা আল নহলঃ ২৮)

আর জালিমদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

"যারা নিজেদের উপর জুলুম করা অবস্থায় ফেরেশতাদের হাতে ধরা পড়ে যায় তখন সাথে সাথে আত্মসমর্পন করে দেয় এবং বলে আমরা তো কোন অপরাধ করছিলাম না। তখন ফেরেশতাগণ বলেন তা আল্লাহই ভাল অবগত আছেন। এখন যাও, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর তা হচ্ছে তোমাদের চিরদিনের আবাস স্থল।" (সুরা আল নহলঃ ২৯)

এখানে লক্ষণীয় যে, কাফিরদের রুহ কব্জ করার মূহুর্তে তারা মৃত্যু সীমানার পরপারের অবস্থা নিজেদের আশা-আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখতে পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, আর অমনি সালাম দিয়ে ফেরেশতাদের মনে আস্থা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায় যে, আমরা তো কোন অন্যায় কাজ করিনি। প্রতি উত্তরে ফেরেশতাগণ তাদেরকে ধমক দেন এবং জাহান্নামে যাবার অগ্রীম খবর দেন। পক্ষান্তরে মুত্তাকীনদের রুহ যখন

Scanned by CamScanner

কবজ করা হয় তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম দেন এবং জান্নাতী হবার আগাম সুসংবাদ প্রদান করেন ও মোবারকবাদ দেন।

আলমে বারযাখের জীবনে অনুভূতি, চেতনা, আযাব ও শান্তি প্রাপ্তিতে এর চেয়ে অধিক প্রকাশ্য আর কোন দলিলের প্রয়োজন আছে কি?

অবশ্য হাদীস শরীফে এর চেয়ে জোড়ালো ভাষায় ও স্পষ্টভাবে আ'লমে বারযাখের শান্তি ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

কবর হচ্ছে প্রথম ঘাঁটি

নবী করিম (ﷺ) বলেছেন, পরকালের ঘাঁটি সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম ঘাঁটি। যদি কেউ সেখান থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে তবে পরের ঘাঁটিগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি প্রথম ঘাঁটি থেকে মুক্তি লাভ করতে না পারে তবে পরের ঘাঁটিগুলো তার জন্য আরও কঠিন হইয়া পড়ে।

রাসূলে করীম (ﷺ) এরশাদ করেছেন, মৃতদেহ যখন (খাটিয়ার উপর) রাখা হয় এবং করব স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকেরা বহন করে তখন সে লোক নেককার হলে বলে আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো। আর যদি নেককার না হয় তাহলে পরিবারের লোকদের সম্বোধন করে সে বলে, হায় আমার ধ্বংস। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

অত:পর রাসূল (ﷺ) আরও বললেন, মানুষ ছাড়া অন্য সবকিছু তার আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষ যদি তার আওয়াজ শুনতে পেত তাহলে বেহুশ হয়ে যেত।

কবর দেয়ার নিয়ম

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মুসলমান, সিন্দুকী কবর দিয়ে থাকে। কবরের গভীরতা লাশের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হইলেই চলে। কবর উত্তর

Scanned by CamScanner

দক্ষিণে লম্বা করে খনন করতে হয়। কবর লাশের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা করতে হয়। কবরে দুই তিন জন পরহেজগার লোক নামবে। দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতের উপর লাশ নিবে।

এরপর লাশ কবরে রাখতে রাখতে পাড়বে–

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

ডান কাতে কিবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নাত। সেজন্য মাথা ও পিঠের নীচে প্রয়োজন মত মাটি দিয়ে নিবে। কাফনের বাধগুলো খুলে দিবে।

মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে মুহাররাম আত্মীয় কবরে নামাবে। মুহাররম আত্মীয় লোক পাওয়া না গেলে পরহেজগার বয়স্ক কোন লোক নামাবে।

দাফন কাজে যারা উপস্থিত সকলেই কবরে তিন তিনবার মাটি দেয়া মুস্তাহাব। মাটি মাথার দিক থেকে উভয় হাতে দিবে। পা দিয়ে চেপে মাটি দেয়া নিষেধ। এতে মৃতের অসম্মান হয়। মাটি চাপা দেয়ার সময় নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে হয়–

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

অর্থ: "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মাটি থেকে এবং তোমাদেরকে সমাহিত করা হবে এই মাটিতে। আবার এই মাটি থেকে তোমাদেরকে পরকালের (জিন্দেগীর) জন্য উঠানো হবে।"

১ম বার মাটি দেয়ার সময় পড়বে ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ –اَللّٰهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ

অর্থ : "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মাটি থেকে। হে আল্লাহ্! তার দুই পার্শ্বের মাটি প্রশস্ত করে দাও।"

২য় বার মাটি চাপা দেয়ার সময় পড়বে ঃ

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ –اَللّٰهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهِ

অর্থ : "এবং তোমাদের সমাহিত করা হবে এই মাটিতে। হে আল্লাহ্! আসমান থেকে রহমতের দরজাগুলো তার কবরের দিকে খুলে দাও।"

Scanned by CamScanner

৩য় বার মাটি চাপা দেয়ার সময় পড়বে ঃ

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى – اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

অর্থ: "আবার এই মাটি থেকে তোমাদেরকে পরকালে উঠানো হবে। হে আল্লাহ্! তুমি তাকে তোমার রহমত দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও।"

অতপর যত মাটি কবর খননের সময় উঠানো হয়েছে এর সবটুকুই কবরের উপর দিবে। ঐ মাটিতে যদি কবর একটু উঁচু হয়ে যায় তবুও অসুবিধা নেই। কবরের মধ্যখান উঁচু করে উভয় পার্শ্বে একটু ঢালু করা মুস্তাহাব।

দাফন শেষে দোয়া ও করণীয়

"উসমান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন– রাসুল (ﷺ) যখন কোন লাশের দাফন করে অবসর নিতেন, সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত সকলকে বলতেন– তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট মাগফিরাত চাও। দুআ করো যেন আল্লাহ্ তাকে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে ঈমানের উপর দৃঢ় রাখেন। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।

(সুনানে আবু দাউদ)

তাই মাইয়্যেতের দাফন শেষে নিম্নের কাজগুলো করা মুস্তাহাব :

১. মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সুরা বাকারার ১ম তিন আয়াত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সুরা বাকারার শেষ তিন আয়াত পড়া।

২. মাটি দেয়ার পর কবরে পানি ছিটিয়ে দেয়া।

৩. কোন তাজা কাটা যুক্ত ঢাল স্থাপন করা।

৪. সরিষা বা কোন বীজ ছিটিয়ে দেয়া।

*** নিম্নের কাজগুলো করা মাকরূহ :**

১. কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া।

২. কবরের ঘাস বা বৃক্ষ কাটা।

Scanned by CamScanner

*** নিম্নের কাজগুলো করা হারাম :**

১. কবর চুম্বন করা।

২. কবরের মাটি দিয়ে শরীর মোছা।

৩. কবরে বাতি জ্বালানো।

৪. কবরে ফুল দেয়া।

৫. কবর পাকা করা, গম্বুজ বানানো।

৬. কবর লেপা।

৭. কবর সিজদা করা।

৮. কবরকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান করা।

কবরের ইন্টারভিউ

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী। সমাজ জীবনে চলতে গিয়ে আমরা নিশ্চই 'ইন্টারভিউ' শব্দটির সাথে অবশ্য পরিচিত। আমাদের কেউ কেউ হয়তো বিভিন্ন সময়ে ইন্টারভিউ দিয়েছি এবং কেউ কেউ ইন্টারভিউ নিয়েছি। আবার হয়তো কেউ কেউ ইন্টারভিউ দেয়া এবং নেয়া উভয়টার অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছি।

এই জাগতিক ইন্টারভিউগুলোতে প্রশ্নপত্র আগে জানানো হয় না। যদি কোন পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র সম্পর্কে কোন তথ্য ইন্টারভিউর আগেই পেয়ে যান তবে পুরো পরীক্ষাটাই কতৃপক্ষ বাতিল করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই পৃথিবী নামক পরীক্ষা কেন্দ্রের ভাইভা (কবর জগতের 'ইন্টারভিউ') এর প্রশ্ন পত্র জবাবসহ আগে ভাগেই জানিয়ে দিয়েছেন দয়াময় মহান আল্লাহ্।

কবর জগতের ইন্টরভিউ সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফ থেকে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করে জীবিতরা যখন বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়, তখনই তার কবরে দুইজন ফেরেশতা আসে। তাকে উঠায়ে বসায়। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করে

Scanned by CamScanner

مَنْ رَبُّكَ؟ তোমার রব কে?

وَمَا دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কি?

مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ এই যে লোকটি তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?

কবরে তিনটি প্রশ্নের তাৎপর্য

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী! নিশ্চয় আমরা জানি যে, প্রত্যেক মুসলমান তার ইহলৌকিক জীবনের প্রতিটি কাজের কৈফিয়ৎ মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট দিতে বাধ্য।

মহানবী (ﷺ)-এর পবিত্র হাদিসের মাধ্যমে জানলাম কবরের ইন্টারভিউতে মাত্র তিনটি প্রশ্ন করা হবে। প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে–

১ম প্রশ্ন: مَنْ رَبُّكَ؟ তোমার রবকে?

উত্তরটা ও সব মুসলমানের কাছেই অতি সহজ।

رَبِّيَ اللهُ অর্থ ঃ আমার রব হলো আল্লাহ্।

২য় প্রশ্ন: وَمَا دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কি?

প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্র দেয়া দ্বীন তথা ইসলাম মেনে চলে। তাহলে জবাবটি হচ্ছে دِيْنِيَ الإِسْلاَمُ- অর্থ ঃ "আমার দ্বীন হলো ইসলাম।"

৩য় প্রশ্ন ঃ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ আমাদের পিয়ারা নবী (ﷺ)-এর চেহারা দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?

সঠিক জবাবটি হচ্ছে– هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: তিনিই আল্লাহ্র রাসুল (ﷺ)।

আমার জিজ্ঞাসা এত প্রশ্ন থাকার পর ও কবরের ইন্টারভিউতে এই তিনটি প্রশ্ন কেন করা হবে? নামাজের প্রশ্ন নেই, রোজার প্রশ্ন নেই,

Scanned by CamScanner

তাবলিগের প্রশ্ন নেই, জিহাদের প্রশ্ন নেই, নেই কোন ইবাদাত সংক্রান্ত প্রশ্ন। বরং প্রশ্ন করা হবে অতি সহজ ও সাধারন যার উত্তর ও সকল মুসলমানের কাছে অতি সহজ বিষয়। এমন কি অনেক শিক্ষিত অমুসলিম ও প্রশ্ন তিনটির উত্তর জানে!

তাহলে এই অতি পরিচিত তিনটি প্রশ্নের আসল তাৎপর্য কি? আমি তা আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাওফীক কামনা করি। আমিন।

প্রশ্ন তিনটির তাৎপর্য বুঝতে হলে প্রথমে এর অর্থ জেনে নিতে হবে।

১ম প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে হলে রব শব্দের অর্থ ভালভাবে বুঝতে হবে।

রব শব্দটি আরবী। রব শব্দটি অতি পরিচিত হলেও এর অর্থটা এত ব্যাপক, যা আমাদের কাছে পরিচিত নয়। পবিত্র কুরআন মজীদে রব শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহর পরিচয় দিতে মোট ৪২ বার رب العالمين (বিশ্ব জাহানের রব) বলা হয়েছে। এছাড়াও অনেক জায়গায় তাঁকে নভো-মন্ডলের রব ভূ-মন্ডলের রব, পূর্ব-পশ্চিমের রব, মানুষের রব, আরশের রব বলা হয়েছে। রব এমন একটি শব্দ অন্য ভাষায় এক শব্দে যার যথাযথ অনুবাদ করা সম্ভব নয়।

আরবী রব শব্দটিকে বাংলায় বুঝতে হলে বুঝতে হবে।

১. রব মানেঃ প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী, তরবিয়ত ও ক্রমবিকাশ দাতা।

এখন দুনিয়ার জীবনে কেউ যদি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে না মানে, সব প্রয়োজনীয় বস্তু এক আল্লাহর কাছে না চায় তবে কবরের ইন্টারভিউর সময় সে কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে?

২. রব মানেঃ জিম্মাদার, তত্বাবধায়ক, দেখা-শোনা করা এবং অবস্থার পরিবর্তনকারী ও সংশোধনকারী।

এখন যদি কেউ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে নিজের জিম্মাদার নিয়োগ করে কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তত্বাবধায়নে চলে

Scanned by CamScanner

অথবা অবস্থার পরিবর্তনকারী হিসেবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে বা বিশ্বাস করে কিংবা হেদায়াত পাওয়ার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট গমন করে থাকে তবে সে ব্যক্তি কেমন করে উত্তর দিবে আল্লাই আমার রব!

৩. রব মানেঃ নেতা, সর্দার, যার আনুগত্য করা হয়। যার নির্দেশে চলে, যার কতৃত্ব স্বীকার করা হয়, যার বল প্রয়োগের অধিকার আছে।

দুনিয়ার জীবনে যদি কোন বান্দা আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করে, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে অন্য কোন নেতার নির্দেশ মান্য করে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের বিধান অমান্য করে অন্য কোন বুজুর্গ ও জ্ঞানী ব্যক্তির অথবা কোন প্রেসিডেন্ট বা নেতার বিধান বা আইন কানুন মানিয়া চলে তবে সে কিভাবে সেই পরীক্ষার সময় বলতে পারবে ربي الله ।

৪. রব মানেঃ মালিক মুনিব। বিধানদাতা হুকুমদাতা। কোন মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অন্যের হুকুম মানিয়া চলে, কিংবা নিজেই কিছু বিধান তৈরী করেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন তাহলে কি তিনি আল্লাহকে রব মেনেছেন?

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে রব না মেনে কবরের জগতে আল্লাহকে রব হিসেবে মানার স্বীকৃতি দেয়া যাবে কি?

তাহলে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে চাইলে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর বিধান কোনটিই যেন লংঘন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় একমাত্র মহান আল্লাহকে রব হিসাবে বাস্তবিক অর্থে মেনে নিয়েছেন শুধুমাত্র তিনিই কবরের জগতে মহা মুছিবতের সময় এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত ভাবে দিতে সক্ষম হবেন।

২য়. প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে হলে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ ভালভাবে বুঝতে হবে।

দ্বীন শব্দটি আরবী। دين শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এর আয়াতে কারীমা থেকে চারটি অর্থ উপস্থাপন করছি।

১.

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

Scanned by CamScanner

অর্থ: "প্রতিদান দিবসের মালিক।"

এই আয়াতে দ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদান বা বদলা, তাই যদি কোন বান্দা প্রতিদান দিবসকে মেনে না নেয় তবে কি করে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে?

২.

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

"এরা কি আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু চায়? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করছে।"

(সূরা আল ইমরান: ৮৩)

এখানে দ্বীন অর্থ হচ্ছে- আনুগত্য।

এখন যদি আল্লাহরই কোন বান্দা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কোন রাজা বাদশাহ্, নেতা, পীর-মুর্শিদ বা অন্য কোন সৃষ্টির আনুগত্য করে জীবন অতিবাহিত করে থাকে তবে কবরের ইন্টারভিউতে সে কিভাবে বলবে-

دِيْنِي الإِسْلَام অর্থাৎ আমার "দ্বীন ছিল ইসলাম"।

৩.

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লহর নিকট একমাত্র ইসলামই আনুগত্যের বিধান।"

(সূরা আলে ইমরান: ১৯)

এখানে দ্বীন অর্থ জীবন-বিধান।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী! আপনিই বলুন-কেউ যদি জীবন-বিধান হিসাবে ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন দর্শন বা মতবাদকে মেনে চলে থাকে তবে কবরের সওয়াল জওয়াব অনুষ্ঠানে সে কি করে বলতে পারবে।

دِيْنِي الإِسْلَام দ্বীন ইসলাম।"

৪.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِي أَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

Scanned by CamScanner

অর্থ: "ফিরাউন বললো, আমাকে ছাড়, আমি মুসাকে হত্যা করব। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমি আশংকা করি যে, সে আমাদের আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলিয়ে দিবে এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে।" (সূরা মুমিন:২৬)

এই আয়াতে দ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে- আইন, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী!

মৃতকে কবরে যে প্রশ্ন করা হবে وما دينك؟ অর্থ: তোমার দ্বীন কি ছিল? এ প্রশ্নে দ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে-আইন-কানুন, আনুগত্য, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা।

সুতরাং, দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি ইসলামী আইন-কানুন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি মেনে চলবে না অথবা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবে না তার দ্বারা কবরে دِيني الإسلام "আমার দ্বীন ছিল ইসলাম" এ কথাটা বলা সম্ভব হবে না।

৩য় প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে হলে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝতে হবে।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের পিতা আদম (عليه السلام)-কে সৃষ্টি করার পর ইবলিস শয়তানের মোকাবিলায় টিকে থাকার জন্য এমনি এমনিই ছেড়ে দেননি। বরং দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে গাইড বা নির্দেশিকা প্রদানের কথা বলেছেন। কুরআনের ভাষায়-

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ: "যে আমার উপদেশ অনুসরন করবে বস্তুতঃ তার কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত ও হবে না।" (সূরা আল বাকারা: ৩৮)

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পেয়েছি আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে।

পূর্বের প্রশ্নে আমরা যে দ্বীনের পরিচয় পেয়েছি, সে দ্বীন ইসলামকে মানব জাতির সকল দিক ও বিভাগের জন্য তৈরী করা হয়েছে। ব্যক্তি,

Scanned by CamScanner

পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ে যেন মানুষ আল্লাহর সঠিক আনুগত্য করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ পাক নিজে ইসলামী জীবন বিধান রচনা করেছেন। এ বিধান সর্বকালের সব মানুষের জন্য উপযোগী বিধান।

আল্লাহর রচিত এ দ্বীন বা জীবন বিধানকে বাস্তব জীবনে কিভাবে পালন করা যায়, এ পদ্ধতি মানব জাতির নিকট পেশ করার জন্যই মুহাম্মদ (ﷺ) কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়টি ইসলামের কালেমার মাধ্যমে ও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে-

لا إله إلا الله محمد رسول الله

অর্থ: "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) তার প্রেরিত রাসুল।"

এই কলেমার শিক্ষা হলো-আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের বাস্তব যে নমুনা রাসুল (ﷺ) দেখিয়ে গেছেন, একমাত্র সে নিয়মেই আমি আল্লাহর হুকুম মানবো। তিনি ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়ম গ্রহন করবোনা। মানব জীবনের সব ব্যাপারে রাসুল (ﷺ)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই হলো কালেমা তাইয়্যেবার ২য় অংশের দাবী।

আল্লাহর দ্বীন যতটা ব্যাপক রাসুলের (ﷺ) আদর্শ ততটা ব্যাপক। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যতটা ব্যাপক অর্থে ততটা ব্যাপক অর্থেই রাসুল (ﷺ) হলেন রাহ্মাতুল্লিল আলামীন।

সম্মানিত শিক্ষিত সমাজ! মুসলিম হওয়ার দাবিদার হয়েও যারা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে রাসুলের আদর্শ মেনে চলেন। কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে রাসুল (ﷺ)-এর বিপরীত লোকদের চরিত্র, আইন-কানুন মেনে চলেন, কি করে মৃত্যুর পরে কবরের জগতে রাসুল (ﷺ)-কে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারবেন?

আমাদের সমাজে কেউ কেউ এমন ও আছেন, যারা রাসুল (ﷺ)এর নের্তৃত্ব মস্জিদ ছাড়া অন্য কোথাও স্বীকারই করেন না। তারা যতই নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবিহ্ তাহ্লিল করে থাকেন না কেন, সমাজে যতই পাকা দ্বীনদার হিসেবে পরিচিত হন না কেন-রাসুলের পরিপূর্ণ

Scanned by CamScanner

সুন্নাত অনুসরণ না করার কারনে সেদিন তাদের জবান দিয়ে هو رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ তিনিই আল্লাহর রাসুল (ﷺ) এই কথা বের হবে না।

যারা মনে করেন যে, আইন, আদালত, ব্যবসা-বানিজ্য, শিল্প-কারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থা, দেশ শাসন ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)-এর তরীকা ত্যাগ করেও জান্নাতে যেতে কোন অসুবিধা হবে না তারা কি এ প্রশ্নের উত্তর বলতে পারবেন? কুরআন ও হাদীসের যথার্থ জ্ঞান আছে এমন যে কোন মুসলমান এ কথা ভালভাবেই বুঝেন যে, রাসুল (ﷺ)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না।

কবরের ইন্টারভিউতে শেষ প্রশ্নের জবাব সঠিক ভাবে দিতে চাইলে জীবনের সকল বিষয়ে রাসুল (ﷺ)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। তা না হলে যারা ঈমানের সাথে মৃত্যু আশা করি এবং কবরের পরীক্ষায় পাশ করতে চাই তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কবরের প্রথম পরীক্ষায় ফেল করলে, এমন দুঃখ-কষ্ট শুরু হবে, যার আর শেষ হবে না।

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বুঝা গেলো কবরের প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার মাঝে মানবজীবনের সামগ্রিক দিক সংযুক্ত করা হয়েছে। আসলে রব, দ্বীন ও রিসালাত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি প্রশ্ন। রবের পক্ষ থেকে দ্বীন এসেছে। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে সে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং একমাত্র নবীর দেখানো পদ্ধতিতেই দ্বীনের অনুসরণ করতে হবে। রাসুলের তরীকা মত সামগ্রীক জীবন পরিচালনা করলেই কবরের ইন্টারভিউকালে ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া যাবে। দুনিয়ার জিন্দেগীতে প্রশ্নের উত্তর গুলো মুখস্থ করার কোন প্রয়োজন নেই।

কবরে ৪র্থ প্রশ্ন

কবরে উপরোল্লিখিত তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করার পর আরো একটি প্রশ্ন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হবে। পূর্ববতী তিনটি প্রশ্নের উত্তর যারা যথার্থভাবে দিয়েছেন অর্থাৎ কবরের ইন্টারভিউতে সফল হয়েছেন যারা তাদেরকে ফিরিশতাগণ জিজ্ঞেস করবেন, ما يدرك؟ অর্থাৎ এ প্রশ্ন সমূহের উত্তর তুমি কিভাবে জেনেছ? জবাবে সে বলবে ঃ

Scanned by CamScanner

قرأت كتاب الله آمنت به وصدقته

অর্থ : "আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।" (আহমদ, আবু দাউদ)

আর যারা পূর্বে উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে তাদেরকে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করবেন: لا دريت ولا تليت؟ অর্থাৎ: "তুমি শিখনি, জাননি?" অতঃপর তার দু'কানের মাঝে হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করা হবে, ফলে সে করুন ভাবে কাঁদতে থাকবে, তার কান্নার আওয়াজ জ্বীন ও ইনসান ছাড়া সকল সৃষ্টজীব শ্রবণ করতে পারবে। (বুখারী ও মুসলিম)

কবরের চতুর্থ প্রশ্নের তাৎপর্য

কবরের ইন্টারভিউর শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ চতুর্থ নাম্বারে যে প্রশ্নটি করা হবে তা মুমিন ও কাফের সকলকেই করা হবে তবে প্রশ্নের ধরন ভিন্ন হবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দাতাদের জন্য এক রকম প্রশ্ন আর উত্তর দিতে অপারগ যারা তাদের জন্য অন্য রকম প্রশ্ন। তবে উভয় অবস্থা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন :

১. কুরআন মজীদই একামাত্র কিতাব যা আমাদেরকে কবরের তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রস্তুত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

২. কবরের পরীক্ষায় শুধু ঐসব লোকই সফলকাম হবে যারা কুরআন মজীদের প্রতি ঈমান এনেছে, তা তিলাওয়াত করেছে, তা বুঝেছে এবং সে অনুযায়ী আ'মল করেছে।

৩. মৃত্যুর পর কাফির ও মুশরিকদের প্রতি সর্বপ্রথম যে কঠোরতা আরোপ হবে তা হল, কুরআরন মাজীদ শিখার জন্য কেন চেষ্টা করনি?

৪. কুরআন মাজীদ না পড়া বা না বুঝার অন্যায়ের কারনে অপরাধীর দু' কাধের মাঝখানে হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করা হবে। যার কারন এই যে, মস্তিষ্ক আল্লাহ দান করেছেন কুরআন শিক্ষা ও বুঝার জন্য। এ মস্তিস্ককে সঠিকভাবে কাজে না লাগানোর কারণে এ শাস্তি দেয়া হবে।

Scanned by CamScanner

কবরের ফেতনা থেকে বাঁচার আমল

কবরের ফিতনা বলতে মুনকার নাকীরের সওয়াল বা ইন্টারভিউ এবং কবর আজাব এই দুটোকে বুঝিয়েছি। অত:পর কবরের ফিতনা থেকে বাঁচার অর্থ হল এই যে, কোন ব্যক্তি মুনকার নাকীরের সওয়ালের জবাব যথাযথ ভাবে দিতে পারা এবং কবরের বিভিন্ন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী, আমাদের চিন্তা করার বিষয়। এই পৃথিবীতে আমাদের জাগতিক প্রয়োজনে কোন দেশে প্রথমবার সফরে যেতে হলে গন্তব্য স্থলে সঠিকভাবে পৌছার জন্য আমরা প্রতিটি বিষয় কিভাবে যাচাই-বাছাই করি। রাস্তার খুটি-নাটি বিষয় নিয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে বার বার জিজ্ঞেস করি। পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপ্রান চেষ্টা করি যেন সঠিক মত হয়। মোট কথা ভ্রমণ পথে যেন কোন অসুবিধা না হয় অবৈধ মালামাল থাকার কারনে যেন অপমানিত হতে না হয় ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। অথচ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে আমানতদার, মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী মুহাম্মদ (ﷺ) পৃথিবীর এ জীবনের পর আগত জীবনের সর্বপ্রকার বিপদাপদ সম্পর্কে একটি একটি করে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। অতঃপর ঐ বিপদ থেকে বাচার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এরপরও আমাদের মধ্যে কতজন লোক আছে যারা এ বিপদাপদ থেকে বাঁচার ব্যাপারে চিন্তিত? বরং অনেকেই আমরা খালি হাতেই অজানা গন্তব্যে যাচ্ছি।

মহান রাব্বুল আমালীনের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন শয়তানের ধোঁকা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের সত্য বুঝ এবং তদানুযায়ী আ'মল করার তাওফিক দান করেন। আমিন!

কবরের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য কতিপয় আমল নিম্নে আলোচনা করলাম :

১. শাহাদাতবরণ : নাবী করিম (ﷺ) বলেন, আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারী কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। (নাসাঈ)

Scanned by CamScanner

২. **পাহারা দান** : ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়াও কবরের ফিতনা থেকে বাঁচার মাধ্যম। (তিরমিযী)

৩. **অধিক পরিমানে সূরা মূলক তিলাওয়াত করা** : রাসুল (ﷺ) বলেন : "সূরা মূলক কবর আযাবের প্রতিবন্ধক হবে।"

৪. **কতিপয় আমল** : রাসুল (ﷺ) বলেন : কবরে যখন শাস্তির ফেরেশতা মাথার দিক থেকে আসবে, তখন সালাত বলবে, এ দিক দিয়ে রাস্তা নেই অন্য কোন দিক দিয়ে আস। তখন ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির ডান দিক দিয়ে আসবে, সে সময় সিয়াম বলবে, এদিক দিয়ে রাস্তা নেই অন্য কোন দিক দিয়ে আস, ফেরেশতা তখন বাম দিক দিয়ে আসবে, তখন যাকাত বলবে, এদিক দিয়ে পথ নেই তুমি অন্য কোন দিক দিয়ে আস। সে সময় ফেরেশতা পায়ের দিক দিয়ে আসবে, এ সময় অন্যান্য আমল সমূহ যেমন দান-খয়রাত, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি বলবে যে, এদিক দিয়ে সুযোগ নেই অন্য কোন দিক দিয়ে যাও। (ইবনু হিব্বান)

কবরের জীবন কেমন?

বারযাখ বা কবরের জীবন কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার দ্বারা দিতে চায় তাহলে অবশ্যই সে ভুল বা মিথ্যা বলতে বাধ্য হবে। কবর জীবনের ব্যাপারে কোন মানুষেরই প্র্যাকটিকেল কোন অভিজ্ঞতা নেই। এটা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অংশ। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আল্লাহ্ ও রাসুল (ﷺ) কবর জীবন সম্পর্কে যে তথ্যাবলী মানবজাতিকে জানিয়েছেন একমাত্র তাই সত্য। কুরআন ও হাদিসের সাথে বিরোধী কোন কথা বা বর্ণনা ভ্রান্ত ও বিদআত।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী আলমে বারযাখ সম্পর্কে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ :

১. **মৃত ব্যক্তি কথা বলতে পারে** : রাসুল (ﷺ) বলেন : মৃত্যুর পর সৎ লোকেরা বলতে থাকে, "আমাকে নিয়ে চল, আমাকে জলদি নিয়ে চল।"

Scanned by CamScanner

আর খারাপ লোক বলতে থাকে, "আফসোস! আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?" (মুসলিম)

২. মৃত ব্যক্তি শোনে : রাসূল (ﷺ) বলেন, যখন মুমিন বা কাফির ব্যক্তিকে কবরে দাফন করে জীবিত লোকেরা ফেরৎ আসতে থাকে তখন মৃতব্যক্তি তার সাথীদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। (মুসলিম)

৩. মৃত ব্যক্তি দেখতে পায় : রাসুল (ﷺ) বলেন: কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে সফলকাম হওয়ার পর মুমিন ব্যক্তিকে প্রথমে জাহান্নাম দেখানো হবে অতঃপর জান্নাতে তাকে তার ঠিকানা দেখানো হবে। আর কাফেরকে প্রথমে জান্নাত দেখানো হয়, অতঃপর তাকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হয়। (আবু দাউদ)

৪. মৃত ব্যক্তি উঠা বসা করে : রাসুল (ﷺ) বললেন: মুনকার ও নাকীর কবরে এসে মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়ে বসায়। (বুখারী, মুসলিম)

৫. মৃত ব্যক্তি আরাম বা কষ্ট অনুভব করে : রাসুল (ﷺ) বললেন : যখন মুনকার ও নাকীর কাফিরকে উঠিয়ে বসায় তখন সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। অথচ মুমিন ব্যক্তি কোন প্রকার ভয় ভীতি ছাড়াই উঠে বসে। (আহমদ)

৬. মৃত ব্যক্তি আশা-আকাংখা পেশ করে : রাসুল (ﷺ) বলেন : মুমিন ব্যক্তিকে যখন কবরে জান্নাত দেখানো হয় তখন সে এ আকাংখা করে যে, আমাকে একটু সুযোগ দাও আমি আমার পরিবার পরিজনদের এ সুপরিণতির কথা বলে আসি। অপর হাদিসে আছে, মুমিন ব্যক্তি কামনা করে যে, হায় আমার প্রভু! কিয়ামত দ্রুত সংঘটিত কর। অথচ কাফির ব্যক্তি এ কামনা করে যে, হে প্রভু কিয়ামত সংঘটিত করোনা। (আবু দাউদ)

৭. মৃত ব্যক্তি ঘুমায় এবং জাগে : রাসুল (ﷺ) বললেন : কবরে মুমিন ব্যক্তিকে প্রশ্ন উত্তরের পর বলা হবে, নতুন বরের ন্যায় ঘুমিয়ে যাও। (তিরমিযি)

৮. মৃত ব্যক্তি উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে : রাসুল (ﷺ) বলেন : কবরে কফিরের জন্য অন্ধ, মুক ফেরেশতা নির্ধারিত করে দেয়া হয়। সে তাকে লোহার হাতুড়ী দিয়ে প্রহার করতে থাকে। সে সময় কাফির উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করতে থাকে। কবরবাসীর এ কান্নার আওয়াজ মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত সমস্ত সৃষ্ট জীব শুনতে পায়। (আবুদাউদ)

Scanned by CamScanner

৯. আল্লাহর রাস্তায় নিহতরা জীবিত এবং তারা পানাহার করে :

মহান আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

অর্থ: "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত ধারনা করনা, বরং তারা জীবিত; তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়।" (সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

কুরআন ও সুন্নাহ্র উল্লেখিত দলিল প্রমান সমূহ থেকে এ কথা প্রমানিত হয় যে, বারযাখের জীবন একটি পরিপূর্ণ জীবন। যেখানে মৃতব্যক্তি আহার করে, পান করে, শ্রবন করে, কথা বলে, দেখে, চিনে, চিন্তা করে, বুঝে, আরাম আনন্দ কষ্ট উপভোগ করে, উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে। কিন্তু বারযাখ জীবনে যাবতীয় কার্যাবলী এ দুনিয়ার জীবনের কার্যাবলী থেকে ভিন্ন। যা এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে আমাদের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। যেমনটি মায়ের জরায়ুতে লালিত শিশু বাচ্চার যেমন এ দুনিয়ার অবস্থা অনুভব করা কষ্টকর; তেমনি দুনিয়ায় থাকা কালে বারযাখের অর্থাৎ কবরের অবস্থা অনুভব করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন এভাবে:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

অর্থ: "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বল না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারনা।"

(সূরা বাকারা: ১৫৪)

মহান রাব্বুল আলামীনের এ স্পষ্ট ঘোষণার পর ও যে সকল সম্মানিত আলেমে দ্বীনের এ হঠকারিতা আছে যে, বারযাখী যিন্দেগীর অনুভূতি এ দুনিয়ার জীবনের মতই। মৃতরা সেখানে এ জগতের মতই শুনে, বলে, দুঃখ-বেদনা অনুভব করে, খাওয়া-দাওয়া করে। তাদের এ বিশ্বাস শুধু যে বিবেকের ফয়সালায় ভূল তা নয় বরং কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতটিকেও স্পষ্টভাবে তারা অস্বীকার করে।

Scanned by CamScanner

কুরআন পাকের এ স্পষ্ট ঘোষণার পরও কোন কোন মনীষী বারযাখী জীবন সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছেন যা কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক তো নয়ই বরং স্পষ্ট বিরোধী বা সাংঘর্ষিক। ঈমান ও আক্বীদা পরিপন্থী। যেমনঃ

১. ওলিয়ায়ে কিরাম তাদের কবরে স্থায়ীভাবে জীবিত আছেন। তাদের জ্ঞান, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, আগের চেয়ে বেশী সক্রিয় আছে।

(আমজাদ আলী লিখিত বাহারে শরীয়ত পৃষ্ঠা-৫৮)

২. আব্দুল কাদির জিলানী (র.) সব সময় দেখেন এবং সকলের ডাক শুনেন।

(মুফতী আবদুল কাদের লিখিত ইজালাতুজ জালালা-পৃষ্টা নং-৭)

৩. সে মৃত কিন্তু সব কিছু শুনেন এবং প্রিয়জনের মৃত্যুর পর তাদেরকে সহযোগীতা করেন।

৪. ইয়া আলী, ইয়া গাউস বলা জায়েয। কেননা আল্লাহর প্রিয় বান্দারা বারযাখে থেকে তা শুনেন। (আনোয়ারুল্লাহ কাদেরী লিখিত ফতোয়া রেজবিয়া পৃষ্ঠা নং-৫৩৭)

৫. অলীগণ মৃত্যুর পর জীবিত থাকে। তাদের কার্যক্রম, কেরামত এবং তাদের ফয়েজ, রীতিমত চালু আছে। তাদের গোলাম, খাদিম, মাহবুব এবং তাদের প্রতি সু-ধারনা পোষনকারীরা এ থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। (আহমদ ইয়ার খান বেলভী লিখিত ফতোয়া রেজভিয়া-চতুর্থ খন্ড-পৃষ্ঠা নং-২৩)

৬. মাশাযেখ গণের রূহানিয়্যত থেকে উপকৃত হওয়া এবং তাদের সিনা ও কবর থেকে বাতেনী ফায়েজ লাভ করা জায়েয। (খলীল আহমদ সাহারানপুরী লিখিত আলমুহান্নাদ আলা আল মুনাফফাদ-পৃষ্ঠা-৩৯)

নাউযুবিল্লাহ

সবিনয়ে জানতে চাই

১. "মৃতরা শুনতে পায়" এ কথার দাবীদার সম্মানিত আলেমে দ্বীনদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করতে চাই, বারযাখে মৃত

Scanned by CamScanner

ব্যক্তি (চাই সে মুসলমান হোক অথবা কাফির, ভালো হোক অথবা মন্দ, অলী হোক অথবা সাধারন) সকলেই শুনবে, বলবে, দেখবে, জিজ্ঞেস করবে এবং সকলেরই অনুভূতি সক্রিয় থাকবে। ইত্যাদি কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সত্য। এরপরও কেন শুধুমাত্র ওলীদের শুনার কথাই আলোচিত হয়, কিন্তু সর্বসাধারণের শুনার কথা আলোচনায় আসেনা।

২. ওলীরা শুনেন, এটাই শুধু আলোচিত হয় কেন; তাদের বলা, দেখা, জিজ্ঞেস করা, আরাম আনন্দ উপভোগ, পানাহার, ইত্যাদি কেন আলোচনা হয় না?

এর কারন কি এই নয় যে, বারযাখের জীবনে ওলীদের শুনাকে ভিত্তি করেই তাদের মাজারে উপস্থিত হওয়া, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দু'আ করা, বিপদাপদে তাদের স্মরনাপন্ন হওয়া, তাদের মাধ্যমে গোনাহ্ সমূহ মাফ করানো আকীদা পোষণ করা হয়। আর এ আকীদার উপর ভিত্তি করেই মানুষের কাছ থেকে নযর নেওয়াজ নিয়ে থাকে।

যদি মানুষকে পরিস্কারভাবে এ কথা বলে দেয়া হয় যে, মৃতরা বারযাখ জীবনে শুধু শূনে তাই নয় বরং তারা সেখানে কথা বলে, দেখে, চিনে, পানাহার করে, আরাম আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু এগুলো দুনিয়ার জীবনের মত নয়। বরং তা দুনিয়ার জীবন থেকে ভিন্নতর। আলমে আরওয়াহার জীবনের সাথে যেমন আলমে আরহামের মিল নেই আবার আলমে আরহামের সাথে মিল নেই আলমে আজসাম বা এই দুনিয়ার। ঠিক তেমনি কোন মিলই থাকবেনা এই দুনিয়ার জীবনের সাথে আলমে বারযাখ বা কবর জীবনের।

তাহলে এর ফল এই দাড়াবে যে, খানকার ব্যবসা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যাবে, মাজারের চাকচিক্য ও ওরস বন্ধ হয়ে যাবে, দরগার সংখ্যা কমে যাবে। আধ্যাত্মিক গুরু, গদ্দীনসিন, খাদেম, দরবেশ, ইত্যাদি পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গের ও সাধারন মানুষের ন্যায় পেটের দায়ে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে আরাম আয়েশ ছেড়ে কে পরিশ্রমের পথে যাবে?

আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!!

Scanned by CamScanner

শহীদগণের পরকালীন জীবন

মহান রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে শহীদদের জীবিত বলেছেন এবং সাথে সাথে তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

অর্থ: "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত ধারনা কর না, বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত হয়।" (আলে ইমরান-১৬৯)

এই আয়াতে কারীমায় শহীদগণকে জীবিত বলার প্রেক্ষাপট এই যে, উহুদের যুদ্ধে রাসুল (ﷺ) মক্কার মুশরিকদের সাথে মদীনা শহরের বাইরে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুনাফিকরা এ বলে যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে থাকল যে, মদীনা শহরে থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাব গ্রহন করা হয়নি, তাই আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করব না। যুদ্ধের পর মুনাফিকরা বলতে লাগল, যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহন করা হত, তাহলে এ যুদ্ধে মুসলমানরা মার খেতনা মুনাফিকদের এ দৃষ্টিভংগীর জবাব আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে দিলেন।

মৃতরা শুনে এ বক্তব্য প্রমানের দলীল হিসেবে এ আয়াতের উপস্থাপন কি যথার্থ? শহীদদের বারযাখী জীবন কি দুনিয়ার জীবনের মত?

উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (رضي الله عنه)-এর কথা হাদিসে এসেছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (رضي الله عنه)-এর ছেলে যাবির (رضي الله عنه)-কে রাসুল (ﷺ) বললেন: হে যাবির আমি কি তোমাকে ঐ কথা বলবনা যে আচরন আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতার সাথে করেছেন? যাবির (رضي الله عنه) বললেন: কেন নয়? রাসুল (ﷺ) বললেন: আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কোন কথা বলেন নি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, হে আমার বান্দা! যা মন চায় আমার কাছে চাও আমি তোমাকে দিব। তোমার পিতা বলেছে, হে আমার রব! আমাকে পুনরায় জীবিত করুন যাতে করে আমি আপনার পথে যুদ্ধ

Scanned by CamScanner

করে আবার শাহাদাত বরন করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ এ সিদ্ধান্ত আমি পূর্বেই দিয়েছি যে, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে আর ফেরৎ আসা যাবেনা। তখন তোমার পিতা আবার বলল: হে আমার রব! আমার পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীকে এ কথা জানিয়ে দিন যে,আমি এ কামনা করছি যে, আমাকে পুনরায় জীবিত করা হোক যাতে করে আমি তোমার পথে যুদ্ধ করে আবারও শাহাদাত বরন করতে পারি। তখন আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ন করলেন। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত ধারনা করনা, বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়। সূরা আলে ইমরান-১৬৯ (ইবনে মাজাহ)

রাসুল (ﷺ)-এর বারযাখী জীবন

রাসুল (ﷺ) এর বারযাখী জীবন সম্পর্কে মুসলমানদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এর মধ্যে দুটি প্রধান দলের দর্শন হচ্ছে :

১. রাসুল (ﷺ) স্বীয় কবরে এমন ভাবে জীবিত আছেন যেমনভাবে তিনি পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন।

২. রাসুল (ﷺ) এমনভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেমন ভাবে অন্যান্য মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। অতএব এখন জীবিত নন বরং মৃত।

১নং মতের প্রবক্তাদের আক্বীদাহ্

ক. নবী-রাসুল গণের বারযাখী জীবন দুনিয়াবী জীবনের ন্যায়। তাদের উপর আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়নের জন্য তারা ক্ষনিকের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাদেরকে পূর্বের ন্যায় জীবন দেয়া হয়েছে।

খ. রাসুল (ﷺ)-এর জীবন ও মৃত্যুর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। স্বীয় উম্মাতদের দেখেন তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। তাদের নিয়্যাত এমন কি মনের কথা ও তিনি জানেন।

গ. নবী-রাসুল গণের পবিত্র কবরে তাদের পবিত্র স্ত্রীগণকে পেশ করা হয় এবং তারা তাদের সাথে রাত্রিযাপন করে।

Scanned by CamScanner

ঘ. ইমাম ও কুতুব সাইয়্যেদেনা আহমদ রেফরী (র.) রাসুল (ﷺ) এর পবিত্র রওজা মোবারকের সামনে দাড়িয়ে আরজ করল, হাত মোবারক পেশ করুন, যাতে করে আমার ঠোট সেখানে স্পর্শ করে ধন্য হতে পারে। তখন রাসুল (ﷺ)-এর হাত মোবারক রওজা থেকে বের হল, আর ইমাম রেফয়ী তাতে চুমু খেলেন।

২নং মতের প্রবক্তাদের আক্বীদাহ

কুরআন ও সুন্নাহ:

রাসুল (ﷺ) এর মৃত্যুর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

ক. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

অর্থ: "নিশ্চয় তুমি মরনশীল এবং তারা ও মরনশীল।

(সুরা আয-যুমার-৩০)

খ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

অর্থ: "আমি তোমার পূর্বে ও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে।" (সূরা আম্বিয়া: ৩৪)

গ. উহুদ যুদ্ধে রাসুলের শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, এতে সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে নিরাশ হয়ে বসে পড়ল। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ বললেন: أَعْقَابِكُمْ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

অর্থ: "তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন, অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছু হটে ফিরে যাবে?" (সূরা আলে ইমরান:১৪৪)

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী! যদি কিছুক্ষন পর নবী আবার হায়াত ফিরে পাবেন তাহলে সাহাবীদের নিরাশ বা হতাশ হবার কি কারন ছিল? আর মহান আল্লাহ্ কেনই বা বললেন না যে, মারা যাওয়া বা কতল হওয়ার পরও মুহাম্মদ (ﷺ) তোমাদের মাঝে থাকবেন। তোমাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারন নেই। সুতরাং আমরা কি বুঝলাম? কি আকীদা পোষণ করলাম?

আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন! আমীন

Scanned by CamScanner

রাসুল (ﷺ)-এর যুগে সাহাবীদের আক্বীদাহ্

রাসুল (ﷺ)-এর যুগে সাহাবীদের আকীদা ছিল রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর, আমরা তার কথা শুনতে পারবনা, তিনি ও আমাদের কোন কথা শুনতে পারবেন না এবং তিনি আমাদেরকে কোন হেদায়াতের রাস্তা দেখাতে পারবেন না, আমাদেরকে তিনি কোন সাহায্য ও করতে পারবেন না।

রাসুল (ﷺ)-এর মৃত্যুর বিষয়ে রাসুলের নিজের শিক্ষা

রাসুল (ﷺ) তার উম্মাতকে এ শিক্ষা কখনো দেননি যে, নবীগণ মরে না। তিনি এ শিক্ষা ও দিয়ে যান নি যে, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার কবরে এসে সব কথা বলবে। তিনি এ শিক্ষা ও দেন নি যে মৃত্যুর পরও আমি পৃথিবীর জীবনের ন্যায় জীবিত থাকব এবং আমি এসে তোমাদের কথা শুনব। বরং তিনি বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আবু বকর (رضي الله عنه)-এর নিকট আসবে।

রাসুল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা

রাসুল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর সাহাবী গণের মধ্যে গুঞ্জন হচ্ছিল যে, রাসুল (ﷺ) কি সত্যিই মারা গেছেন? উমর (رضي الله عنه) বললেন : আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুল মৃত্যুবরন করেন নি। (ইবনু মাজাহ)

এ পরিস্থিতিতে আবু বকর (رضي الله عنه) তার ঐতিহাসিক বক্তব্য পেশ করলেন। তার বক্তব্যের একটি অংশ ছিল-

من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات-

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করে সে যেন জেনে রাখে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আর যে, মুহাম্মদের ইবাদাত করে

Scanned by CamScanner

সে যেন জেনে রাখে, নিশ্চয় মুহাম্মদ (ﷺ) মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইবনু মাজাহ্)

আবুবকর (رضي الله عنه) এর বক্তব্য শুনার পর উমর (رضي الله عنه) বললেন: আল্লাহর কসম! আবু বকর (رضي الله عنه) এর বক্তব্য শুনে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে, আমি আমার পা উঠাতে পারছিনা। আমি যেন জমীনে মিশে যাচ্ছিলাম। কেননা এতক্ষণে আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, নবী মৃত্যু বরণ করেছেন। (বুখারী)

রাসুল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহা) অত্যন্ত বেদনা বিধুর মনে আনাস (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি করে রাসুল (ﷺ)এর শরীরে মাটি চাপালে?

সাবিত (رضي الله عنه) ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর কষ্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেললেন।

আনাস (رضي الله عنه) বললেন: রাসুল (ﷺ)-এর মৃত্যুতে মদীনার সর্বত্রই শোকের ছায়া ছিল। তার মৃত্যুতে আমরা আমাদের অন্তর সমূহে নবুয়তের নূরের অভাব পেয়েছি।

এখন প্রশ্ন হল, রাসুল (ﷺ) যদি ক্ষনিকের জন্যই মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তাহলে তার পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-কন্যা, বংশধরগণ, সাহাবীগন, বিশেষ করে আবুবকর, উমর (رضي الله عنه) সহ সকলের মাঝে কেন চিন্তা ছেয়ে গেল? সৎ সাহসী সাহাবী উমার (رضي الله عنه) এর কোমর কেন ভেঙ্গে যাচ্ছিল?

ঐতিহাসিক গঠনাবলীর আলোকে বা বুঝা যায়:

১. রাসুল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর সায়িদা বংশের একস্থানে সাহাবীগণের মধ্যে খলীফা র্নিধারণ করা নিয়ে হট্টগোল হচ্ছিল।

২. আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর শাসনামলে যাকাত প্রদানে অস্বীকার করেছিল একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী

৩. উসমান (رضي الله عنه) নিরপরাধী হওয়া সত্ত্বেও শাহাদাত বরন করতে হয়েছে নামাজরত অবস্থায়।

৪. সাহাবীদের মাঝে সিফফীন ও জামালের যুদ্ধের ন্যায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে।

৫. কারবালায় রাসুল (رضي الله عنه)এর প্রিয় নাতীকে নির্মমভাবে শহীদ করা হল।

Scanned by CamScanner

এখন প্রশ্ন হল-রাসুল (ﷺ) জীবিত এবং তিনি আমাদের সব কিছু দেখেন জানেন প্রয়োজনে সহযোগীতা করেন এবং অলী আউলিয়াদের সাথে বৈঠক করেন মুসাফাহ্ করার জন্য হাত মোবারক বের করে রওজা মোবারক থেকে বের করে দেন ইত্যাদি আক্বীদাহ্ যদি সত্যিই হয় তবে কেন-

১. খলীফা নির্ধারণের ব্যাপারে সাহাবীগণকে কোন দিক নির্দেশনা দিলেন না।

২. যাকাত প্রদান করতে অস্বীকারকারী মুরতাদদের ব্যাপারে আবু বকর (ﷺ) কোন দিক নির্দেশনা দিলেন না।

৩. স্বীয় জামাতা উসমান (ﷺ) কে কোন সহযোগীতা করলেন না।

৪. সিফফীন ও জামালের যুদ্ধ বন্ধ করার কোন মহতী উদ্যোগ ও তিনি গ্রহন করেন নি।

৫. কারবালার প্রান্তরে স্বীয় নাতীকে রক্ষা করার জন্য তার কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় নি।

৬. আজকের সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের এই করুন অবস্থায় ও তাহার কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না।

তাহলে কি জেনে শুনেই তিনি তার প্রিয় সাহাবীদেরকে বিপদে দেখে ও সহযোগীতা করছেন না? প্রিয় উম্মতদের কোন সাহায্য করছেন না, অত্যাচারীদেরকে কোন বাধা দিচ্ছেন না? অথচ অলী ও সুফীগনের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছেন, তাদেরকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মিলাদ মাহ্ফিলে উপস্থিত হচ্ছেন?

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী! আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই যারা বলেন নবীজী জীবিত আছেন" তারা কি নবী (ﷺ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন না তার মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করলেন? অনুগ্রহ করে বিষয়টি চিন্তা করে দেখবেন।

Scanned by CamScanner

কবরের আযাব সত্য

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্নিত। এক ইহুদী মহিলা তার নিকট এসে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বললেন: আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুক। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন: আমি রাসুল (ﷺ)-কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে সময় রাসুল (ﷺ) বললেন: কবরের আযাব সত্য। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন: এরপর আমি রাসুল (ﷺ)-কে এমন কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি, যেখানে তিনি কবরের আযাব থেকে ক্ষমা চাননি। (বুখারী শরীফ)

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কবরে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়। আর তাদের কান্না কাটির আওয়াজ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু শুনতে পায়। (আত্তারগীব ওয়াততারহীব)

কুরআনের আলোকে কবরের আযাব

وَلَوْ تَرٰى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

অর্থ: "(হে নবী!) তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন ফেরেশতাগণ কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে, (আর বলছে) তোমরা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন কর।"

(সূরা আনফাল : ৫০)

কবরের আযাবের ভয়াবহতা: আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসুল (ﷺ) বলেন ঃ যদি এ ভয় না হত যে, তোমরা তোমাদের মৃতদেহ সমূহকে দাফন করা থেকে বিরত থাকবে না, তাহলে আমি আল্লাহর নিকট এ বলে দোয়া করতাম যে, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আযাবের শব্দ শুনান।

(মুসলিম)

Scanned by CamScanner

উসমান (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল (ﷺ) বলেছেন: কবরের চেয়ে ভয়ানক আর কোন দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। (তিরমিযী)

বারা (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একটি জানাযায় আমরা রাসুল (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি কবরের পার্শ্বে বসে কাঁদতে লাগলেন, এমনকি তার চোখের পানিতে কবরের মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। অতঃপর তিনি বললেন: হে আমার ভাইয়েরা! এমন পরিস্থিতি বরনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন কর। (ইবনুমাজাহ ২/৩৩৮৩)

আয়েশা (ﷺ) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) কবরের আযাব ও দাজজালের ফিতনা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর বলতেন, তোমরা তোমাদের কবরে ফিতনার সম্মুখীন হবে। (নাসায়ী ২/১৯৫১)

নেক আমলই কবর আযাব থেকে রক্ষার হাতিয়ার ও কবরের একমাত্র সাথী: আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রেখে তার সাথীরা প্রত্যাবর্তন করে তখন সে তার সাথীদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। যদি সে মুমেন হয় তাহলে তার নামাজ তার মাথার নিকট থাকে, রোযা তার ডান পাশে থাকে, যা ত তার বাম দিকে থাকে। আর সৎকর্ম গুলো হচ্ছে দান-খয়রাত, আত্বীয়তার সম্পর্ক স্থাপন, সৎ কাজের আদেশ, মানুষের প্রতি দয়া, এগুলো তার পায়ের নিকট থাকে। ফেরেশতা যখন মাথার দিক থেকে আসে, তখন সালাত বলে এদিকে দিয়ে রাস্তা নেই, ফেরেশতা তখন ডান দিক দিয়ে আসে তখন রোজা বলে এদিক দিয়ে রাস্তা নেই, তখন ফেরেশতা পায়ের দিক দিয়ে আসে তখন সৎ আমল যেমন দান-খয়রাত, আত্বীয়তার সম্পর্ক স্থাপন, সৎ কাজের আদেশ, মানুষের প্রতিদয়া, বলে আমার এদকি দিয়ে রাস্তা নেই।

(আত্-তারগীব ওয়াত-তারগীব ৪/৫২২৫)

Scanned by CamScanner

কবর আযাবের ধরণ

কাফের, মুনাফিক ও গুনাহ্গার মুমেনের কবরে বিভিন্ন ধরনের আযাব দেয়া হবে। যেমন :

১. কবরে ভীষন ভয় ও চিন্তার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান।

২. জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আফসোসের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান।

৩. জাহান্নামের বিষাক্ত ও গরম হাওয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান।

৪. জাহান্নামে তার ভয়ানক ঠিকানা দেখানোর মাধ্যমে শাস্তি।

৫. আগুনের বিছানার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান।

৬. আগুনের বস্ত্রাদির মাধ্যমে শাস্তি প্রদান।

৭. কবরের দুই পার্শ্ব থেকে চেপে ধরার মাধ্যমে শাস্তি।

৮. লোহার হাতুড়ীর আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি।

৯. সাপ ও বিচ্ছুর দংশনের মাধ্যমে শাস্তি।

১০. বদ আমল সমূহ নিকৃষ্ট মানুষের আকৃতি নিয়ে সামনে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে শাস্তি।

মৃত ব্যক্তিকে কবরের চেপে ধরা

আবদুল্লাহ্ বিন উমার (رضي الله عنه) রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: সাদ বিন মুয়ায (رضي الله عنه) ঐ ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল। সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জানাযায় অংশ গ্রহন করেছিল। অথচ এরপরও তাকে তার কবর চেপে ধরেছিল। (নাসায়ী ২/১৯৪২)

Scanned by CamScanner

কবর জগৎ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন?

ক. কবরে শরীরের অবস্থা কেমন থাকে?

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসুল (ﷺ) বলেছেন : মানুষের শরীরের একটি হাড় ছাড়া সমস্ত হাড় মাটি হয়ে যায়। আর ঐ একটি হাড় হল মেরুদণ্ডের হাড়, কিয়ামতের দিন তা থেকেই মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। (ইবনু মাজাহ ২/৩৪৪১)

আবদুল্লাহ্ বিন আউস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: বলুন (ﷺ) বলেছেন: দিন সমূহের মধ্যে জুমার দিন উত্তম। এদিন আদম (عليه السلام)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এ দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং এ দিনেই পুরুত্থান করা হবে। অতএব এ দিনে তোমরা আমার প্রতি অধিক হারে দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরুদ সমূহ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের দরূদ সমূহ কি করে আপনার নিকট পেশ করা হয়? অথচ আপনার হাড় সমূহ গলে যাবে বা আপনার শরীর মাটি হয়ে যাবে? তখন তিনি বললেন: আল্লাহ্ নবীগণের শরীরকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ ঃ ১/৯২৫)

খ. রূহ্ মানব দেহ থেকে বের হবার পর কোথায় থাকে?

আবদুর রহমান বিন কাব আল আনসারী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তার পিতা রাসুল (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর পর মুমিন ব্যক্তির রূহ্ জান্নাতের বৃক্ষ সমূহে উড়ে বেড়ায়। পুনরুত্থানের দিন ঐ রূহসমূহ তাদের শরীরে ফেরৎ দেয়া হয়। (ইবনু মাজাহ- ২/৩৪৪৬)

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বাসুলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: শহীদদের রূহসমূহ জান্নাতের দরজার পার্শ্বে প্রবাহমান ঝরনার পারে অত্যন্ত সুন্দর গম্বুজে থাকবে। যেখানে তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় খাবার পরিবেশন করা হয়। (আহমদ)

মাসরুক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমরা আবদুল্লাহ্কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, "যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে

Scanned by CamScanner

তাদেরকে তোমরা মৃত মনে কর না. বরং তারা জীবিত। আর তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত। (ইমরান-১৬৯)

তখন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (ﷺ) বললেন: আমি এ আয়াতের ব্যাখ্যা রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছি। সে সময় তিনি বলেছেন শহীদদের রূহ্সমূহ সবুজ পাখির আকৃতিতে এমন এক ফানুসের মধ্যে থাকে যা আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে। যখন খুশী ফানুস থেকে জান্নাতে বেড়াতে বের হয়ে যায়। আবার ঐ ফানুসে চলে আসে।

একদিন তাদের প্রভু তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মন কি চায়? শহীদদের রূহ্ সমূহ বলল : আমরা জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে ঘুরে বেড়াই আমরা আর কি চাইতে পারি? আল্লাহ্ তাদেরকে তিনবার এ প্রশ্ন করলেন, যখন শহীদদের রূহ্ সমূহ দেখল যে উত্তর দেয়া ছাড়া মুক্তি নেই, তখন তারা বলল : হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আমাদের রূহ্ সমূহ আমাদের শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হোক। যাতে করে আমরা তোমার পথে দ্বিতীয়বার শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্ যখন দেখলেন যে, তাদের আর কোন আশা নেই তখন তিনি তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ছেড়ে দিলেন।" (মুসলিম)

গ. পৃথিবীতে কী রূহদের ফিরে আসা সম্ভব?

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

অর্থ: "তাকে বলা হল: জান্নাতে প্রবেশ কর, সে বলল ঃ হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত কি কারনে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। (সূরা ইয়াসীন)

যদি মৃতব্যক্তির রূহগুলো পৃথিবীতে আসে এবং কারো সাথে কথা-বার্তা বলা সম্ভব হত, তাহলে মুমিন ব্যক্তি এ দুঃখ প্রকাশ করতনা যে, হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত কি কারনে আমার প্রতি পালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন।

Scanned by CamScanner

ঘ. কবর আযাব রূহের উপর না শরীরের উপর?

কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ার পর সাধারন ভাবেই মনের গহীনে প্রশ্নের উদয় হয় যে, কবরের আযাব বা সওয়াব রূহের উপর নাকি শরীরের উপর?

এ নিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে কেউ কেউ বলেছেন, কিছুদিনের মধ্যেই মাটি শরীরকে নষ্ট করে দেয়, অথচ আযাব বা সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে। অতএব এ সওয়াব বা অযাব রূহের উপর হয়।

কেউ কেউ মনে করেন বারযাখে আযাব বা সওয়াব যেহেতু কবরের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু মুমিনের জন্য কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করা হয় এবং কাফিরের কবর সংকোচিত করা হয়, সাপ-বিচ্ছু দংশন করতে থাকে এবং কবরের উভয় পার্শ্ব বার বার মৃত ব্যক্তিকে চাপ দিতে থাকে। সুতরাং কবর আযাব বা সওয়াব শরীরের উপর হয়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন- রূহ ও শরীর পৃথক হওয়া সত্ত্বেও এ উভয়ের মাঝে একটি অদৃশ্য সম্পর্ক থেকে যায়। অতএব কবরের আযাব ও সওয়াব দেহ ও রূহ উভয়টির উপরই হয়ে থাকে।

কবর আযাব সম্পর্কে আমার বক্তব্য :

কবর আযাবের বিষয়টি গায়েবের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ যেহেতু রাসুল (ﷺ) বলেছেন: "কবরের আযাব সত্য তা থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" সুতরাং কবর আযাবের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। কিন্তু এর পদ্ধতি জানা অসম্ভব। তবে আল্লাহ যদি চান মৃত ব্যক্তি পচে বালির সাথে মিশে গেলেও আযাব বা সওয়াব দিতে ক্ষমতাবান। অহেতুক বিষয়ের পিছনে সময় নষ্ট না করে এতটুকু বলতে চাই এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান রয়েছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে।

কবর কী: কবর অর্থ কোন কিছু গোপন করা বা দাফন করা। মৃত্যুর পর দেহ মাটিতে দাফন করা হোক, চাহে পানিতে ডুবে যাক, কিংবা কোন জন্তু ভক্ষন করুক, অথবা জ্বলে ছাই-ভস্ম হয়ে যাক, যেখানেই মৃত ব্যক্তির শরীরের কোন অংশ পাওয়া যাবে, সেটাকেই তার কবর হিসেবে ধরা হবে।

Scanned by CamScanner

বুখারী শরীফের ভাষ্যমতে "যখন কোন ব্যক্তি বলবে যে আমি অমুকের জন্য কবর বানিয়েছি এবং তাকে কবরস্থ করেছি, তখন এর অর্থ হয় আমি তাকে দাফন করেছি।" (বুখারী)

কবর জগতে মুমিনের সম্মান

সাহাবী বারায়া ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযা পড়তে কবরস্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌছে দেখলাম তখনও কবর খনন করা হয়নি। এ কারনে নবী করিম (ﷺ) সেখানে বসলেন, আমরাও তার চতুর্দিকে আদবের সাথে বসলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে একখানা লাঠি ছিল, তাদ্বাড়া তিনি চিন্তাযুক্ত মানুষের ন্যায় মাটি খুড়ছিলেন। নবী করিম (ﷺ) স্বীয় মাথা মোবারক উঠিয়ে বললেন- কবরের শাস্তি হইতে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। এ কথা তিনি দুই তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া থেকে পরকাল অভিমুখী রওয়ানা হয়, তখন আকাশ হতে তার কাছে ফেরেশতার আগমন ঘটে, যাদের চেহারা হচ্ছেসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জল। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুঘ্রান। এ ফেরেশতাগন মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে বসে বলে, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও মাগফিরাত এবং তার সন্তুষ্টির পানে দেহ থেকে বের হয়ে এস। তখন মুমিন ব্যক্তির আত্মা খুব সহজে এমনভাবে দেহ থেকে বের হয়, যেমন কলসী থেকে পানির ফোটা প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে আসে। অনন্তর, মালাকুল মউত তা বরণ করে নেন।

অত:পর মালাকুল মউত হ'তে নেয়ার পর তিনি তা দুরে অপেক্ষমান অন্যান্য ফেরেশতাদের হাতে ছেড়ে দিতে না দিতেই মূহুর্তের মধ্যে তারা সে আত্মাকে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধিতে জড়িয়ে আসমানের দিকে চলে যান। সে সুঘ্রাণ সম্পর্কে নবী করীম (ﷺ) বলেন, পার্থিব জগতে সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধী হচ্ছে মেশক, তাদের সাথে আনীত সুঘ্রানও মেশকের মতই উত্তম।

Scanned by CamScanner

অনন্তর নবী (ﷺ) বললেন: অত:পর সে আত্মা নিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ গগন পানে চলতে থাকেন, তারা অন্যান্য যেসব ফেরেশতার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তারা জিজ্ঞেস করেন, এ পবিত্র আত্মা কার? প্রত্যুত্তরে তারা দুনিয়ায় উচ্চারিত তার সুন্দর নাম উচ্চারন করে বলেন এ অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। এভাবে তারা প্রথম আকাশে পৌছলে প্রথম আকাশের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। অতপর তারা এ আত্মাকে নিয়ে আরো উর্ধ আকাশে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা পর্যায়ক্রমে সপ্তম আকাশে পৌছেন। এ সময় প্রত্যেক আকাশের প্রহরী ফেরেশতাগণ অন্য আকাশ পর্যন্ত এ আত্মাকে বিদায় অভিনন্দন জানান। সপ্তম আকাশে উপনীত হলে আল্লাহ তায়ালা বলেন-আমার এ বান্দার নাম ইল্লিনের দফতরে লিপিবদ্ধ কর এবং তাকে পুনরায় পৃথিবীতে নিয়ে যাও। কেননা আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং সে মাটিতেই তাকে ফিরিয়ে দেব, আর সে মাটি থেকেই তাকে দ্বিতীয় বার উত্থিত কবর।

অত:পর আত্মাকে তার দেহ অবয়বে রাখা হয়। তারপর তার কাছে দুই জন ফেরেশতার আগমন ঘটে। তারা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? সে বলে, আল্লাহ তায়ালা আমার প্রভু। অত:পর জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার ধর্মের নাম কি? সে বলে, আমার ধর্ম ইসলাম। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে যাকে তোমার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে সে বলে ইনি আল্লাহ তায়ালার রাসুল। অতঃপর, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার আমল কি? সে বলে আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব পাঠ করেছি এবং তার প্রতি বিশ্বাস ও সত্যারোপ করেছি। তারপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক এ ঘোষণা দেন, (আসলে যা আল্লাহর ঘোষণা) "আমার বান্ধা সত্য বলেছে, সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের কাপড় পরিধান করাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত করে দাও।" অত:পর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে দরজা পথে জান্নাতের সুঘ্রান এসে তার কাছে পৌছে। আর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রসস্ত করা হয়। এরপর খুব সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট উত্তম পোষাক পরিহিত এবং পবিত্র ও সুঘ্রাণ মাখা এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন; তুমি সুখ ও আনন্দ এবং প্রশান্তির বিষয়ে সুসংবাদ গ্রহন কর

Scanned by CamScanner

এ হচ্ছে সে দিন যে দিনের আগমন সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি তখন জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? বাস্তবিকই তোমার চেহারা খুবই সুন্দর এবং উত্তম চেহারা বলার যোগ্য। প্রত্যুত্তরে সে বলে: আমি তোমার পূর্ণ্যময় কর্ম। তখন মুমিন ব্যক্তি আনন্দচিত্তে বলে, হে আমার প্রতিপালক কেয়ামত কায়েম করুন। হে আমার প্রতিপালক কেয়ামত কায়েম করুন যাতে আমার পরিবার পরিজন ও সম্পদের সাথে মিলিত হতে পারি।

কবর জগতে কাফেরদের লাঞ্ছনা ও অপমান

কোন অবিশ্বাসী কাফের যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয় এবং পরকাল অভিমুখী হয়। তখন তার কাছে আকাশ হতে কালো চেহারা বিশিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা অবতরন করেন। তাদের সাথে থাকে চাটাই। তারা মুমূর্ষ ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দূরে গিয়ে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত তার শিয়রে এসে বলেন, হে পাপিষ্ট আত্মা! আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির পানে ধাবিত হও। মালাকুল মউতের একথা শুনে উক্ত আত্মা দেহের মধ্যে ছুটাছুটি করতে থাকে। অনন্তর মালাকুল মউত তার আত্মাকে এমন সজোরে টেনে বের করে আনেন, যেমন ভিজা তুলাকে লোহার চিরুনী দ্বারা আচড়িয়ে পরিষ্কার করা হয়।

অতঃপর মালাকুল মউত উক্ত আত্মা নিজের হাতে নিয়ে অপেক্ষমান অন্যান্য ফেরেশতাদের হাতে দিতে না দিতেই তারা আত্মাটি নিয়ে দুর্গন্ধময় চাটাইতে জড়ান। সে চাটাই থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যেমন পচা ও গলিত মরদেহের দুর্গন্ধে সমস্ত পরিবেশ দুর্গন্ধময় করে তোলে। ঐসব ফেরেশতা এ পাপী আত্মা নিয়ে আকাশের পানে আরোহন করেন। পথিমধ্যে যেসব ফেরেশতার সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটে তারা জিজ্ঞেস করেন, এ পাপিষ্ট আত্মা কার? ফেরেশথাগণ তখন দুনিয়ার উচ্চারিত তার খারাপ নাম উল্লেখ করে বলেন, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। তারা এ আত্মা নিয়ে প্রথম আকাশে উপনীত হয়ে আকাশের দরজা খোলিতে চান, কিন্তু তা খোলা সম্ভব হয় না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা

Scanned by CamScanner

আত্মা বহনকারী ফেরেশতাকে বলেন, ভূ-তলের সর্বনিম্ন স্থান সিজ্জিন দফতরে এ আত্মার নাম লিপিবদ্ধ কর। অনন্তর তার আত্মাকে সেখান থেকেই সিজ্জিনে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর নবী করিম (ﷺ) পবিত্র কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন: "আর যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করে, তারা যেন আকাশ হতে পতিত হয়। অতঃপর হয় পাখী ঠোকর মেরে তার গোশত ভক্ষন করে অথবা বাতাস তাকে দুরদুরান্তে নিয়ে নিক্ষেপ করে।" (সুরা হজ্জ)

এরপর সিজ্জিন হতে আত্মাকে তার মরদেহে প্রবেশ করান হয় এবং দুই ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান আর জিজ্ঞেস করেন তোমার প্রভু কে? সে বলে, আহা! আমার কিছু জানা নেই। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার ধর্ম কি? সে বলে আহা! আমার কিছু জানা নেই। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হয় এ ব্যক্তি কে যাকে তোমার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? এবারো সে বলবে আহা! আমি তো একে চিনি না। এ জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হবার পর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষনা দেন; এ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিপালক সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, কিন্তু তাকে মানতো না। আর যে ধর্ম তাকে দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্খে ও সে জ্ঞাত ছিল, আর মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নবুয়াত সম্পর্কে ও সে অবহিত। কিন্তু শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিজকে সে মুর্খ ও অজ্ঞরূপে প্রকাশ করেছে।

অতএব তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও। জাহান্নামের দিকে তার কবরে একটি দরজা খুলে দাও। অনন্তর জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খোলা হলে জাহান্নাম হতে প্রখর তপ্ত বায়ু তার কবরে প্রবাহিত হতে থাকে। আর তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হয়, যার ফলে মাটির চাপে তার পাজরের হাড়গুলো বিপরীত দিকে প্রবেশ করে। অত:পর কুৎসিত চেহারা ও দুর্গন্ধযুক্ত পোষাক পরিহিত এমন এক লোক তার কাছে আগমন করে যার দেহ থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। সে এসে বলে, বিপদের সংবাদ শোন, এ দিনটি হচ্ছে সে দিন যে সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তোমার চেহারাই বলে তুমি খারাপ সংবাদ বয়ে এনেছ। সে বলবে আমি হচ্ছি তোমার পাপ কর্ম। তখন সে ভয়ে জড়সড় হয়ে বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কখনো কেয়ামত কায়েম করো না। (মেশকাত শরীফ)

Scanned by CamScanner

কবরবাসী দুনিয়াবাসীদের সম্পর্কে জানতে চায়

আবু হুরায়রা (ﷺ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন ফেরেশতাগন কোন মুসলিম ব্যক্তির রূহ নিয়ে (ঐ সকল) মুমিন কবর বাসীর নিকট গমন করে, (যারা পূর্বে মৃত্যবরণ করেছে) তখন তারা নবাগত ব্যক্তিকে পেয়ে এত বেশী খুশী হয় যে দুনিয়াতে তোমরা হারানো ব্যক্তিকে পেয়ে ও সেই পরিমান খুশী হওনা। অত:পর তাকে জিজ্ঞেস করে (ভাই!) অমুক অমুক কেমন আছে? তারপর তারা (পরস্পর আলোচনা করে) বলে, আচ্ছা এখন জিজ্ঞাসা করা বন্ধ কর, পরে জিজ্ঞাসা করা যাবে। সে দুনিয়াতে চিন্তা ও পেরেশানীতে লিপ্ত ছিল, তাকে একটু আরাম করতে দাও। পরে নবাগত ব্যক্তি (বিভিন্ন জনের অবস্থা জানাতে থাকে। অমুক এ অবস্থায় আছে) তারপর ইতিপূর্বে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বলে, সে তো পূর্বে মারা গিয়াছে। তোমাদের নিকট আসেনি? তার কথা শুনে কবরবাসীগণ বলে (যখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং আমাদের কাছে আসেনি, তাহলে) অবশ্যই সে জাহান্নামবাসী হয়েছে। (আহমদ নাসায়ী)

মৃত্যুর পরও যে সব কাজের সওয়াব পেতে থাকবে

সাহাবী আবু উমামাহ্ (ﷺ) বর্ণনা করেন নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, মুমিন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরেও তার কাছে যে সব নেক আমল পৌছাতে থাকে তার মধ্যে একটি হল ইলম যা সে দুনিয়াতে প্রচার করে গিয়েছে তদ্রুপ তার নেক সন্তানগণ, যাদেরকে সে দুনিয়াতে রেখে গেছে, মসজিদ বা মুসাফিরখানা তৈরী করেছে কিংবা জীবিত অবস্থায় সুস্থ্য থাকা কালীন যে ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করেছে। সে সব কাজের সওয়াব মৃত্যুর পরও তার কবরে পৌছতে থাকবে। (মিশকাত)

Scanned by CamScanner

মৃতব্যক্তি কবরের মধ্যে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তি কবরের মধ্যে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় (অসহায় ও মুখাপেক্ষী) থাকে। তারা (জীবিত) মা বাবা, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে দুআর অপেক্ষায় থাকে। যখন তাদের কারো তরফ থেকে তার কাছে দুআ পৌছে, তখন দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত জিনিষ থেকে তার কাছে সেই দু'আকেই অধিক প্রিয় মনে হয়। নিঃসন্ধেহে দুনিয়াবাসীদের দু'আর ফলে আল্লাহ তাআলা কবরবাসীকে পাহাড় পরিমাণ সাওয়াব দান করেন। আর জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্য উপহার হল তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। (মেশকাত)

কবর আযাবের বিবরণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামান্নাতের আকীদা অনুসারে কবরের আযাব সত্য। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নেককার মুমিনগণ যেমন কবরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আরাম-আয়েশে থাকবে, তেমনি কাফের বদকাররা কবরের মধ্যে আজাব ভোগ করতে থাকবে। একবার আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর নিকট এক ইহুদী মহিলা আসল। মহিলাটি তার সামনে কবরের আযাবের আলোচনা করে বললো- " আল্লাহ তোমাকে কবর আযাব থেকে হেফাজত করুন।" অত:পর আয়েশা (রাযি.) এ সম্পর্কে বলেন, নবী করীম (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য। অত:পর আয়েশা (রাযি.) বলেন, যখনই নবী করীম (ﷺ) নামাজ পড়েছেন, তখনই কবরের আজাব থেকে মুক্তির দু'আ করেছেন। (বোখারী, মুসলিম)

Scanned by CamScanner

সাপের দংশন

আবু সাঈদ খুদরী (ﷺ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই কবরের মধ্যে কাফেরের জন্য নিরানব্বইটি অজগর সাপ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। অজগরগুলো এত বিষাক্ত যে, যদি একটি অজগর পৃথিবীতে স্বাস ফেলে তাহলে জমীনে শাক-সব্জি উৎপন্ন হবে না।

লোহার মুগুর দ্বারা পেটান

হযরত বারা ইবনে আযিব (ﷺ) বর্ণনা করেন নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন। (মুনকার নাকীর ফেরেশতার প্রশ্নের জবাবে) কাফের যখন উত্তর দেয়, হায়! হায়! আমি জানিনা। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী আওয়াজ দিয়ে বলেন, এই ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে। তার পায়ের নীচে আগুন জ্বেলে দাও তাকে আগুনের পোশাক পড়িয়ে দাও। এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। তখন জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সেখান দিয়ে জাহান্নামের তাপ ও লুহাওয়া তার কবরে আসতে থাকে।

তার কবরকে এমন সংকীর্ন করে দেয়া হয় যে, তার এক পার্শ্বের পাজর অপর পার্শ্বে চলে যায়। অতঃপর তাকে আযাব দেওয়ার জন্য এমন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয় যে চোখে দেখেনা, কানে শুনে না, তার নিকট লোহার মুগুড় থাকবে। সেই মুগুড়ের অবস্থা হল, তা দ্বারা কোন পাহাড়ে আঘাত করা হলে পাহাড়টি মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। যখন একবার গদা মারা হয় তখন মানুষ ও জ্বিন ব্যতিত পৃথিবীর সকল প্রাণীই সেই আওয়াজ শুনতে পায়। একবার আঘাত করলে মানুষটি মিশে একাকার হয়ে যায়। পুনরায় তার শরীরে রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়।

(আহ্মদ, আবুদ দাউদ)

Scanned by CamScanner

চোগলখুরী ও প্রশ্রাব থেকে অসতর্কতার শাস্তি

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন,একবার নবী করীম (ﷺ) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন এই কবর দুটিতে আজাব হচ্ছে। তবে বড় কোন অপরাধের জন্য আজাব হচ্ছে না (বরং এমন সাধারণ বিষয়ের জন্য আজাব হচ্ছে, যা থেকে তারা একটু চেষ্টা করলে বাঁচতে পারত।) তাদের একজন পেশাব করার সময় পর্দা করত না। আর দ্বিতীয় জন চোগলখুরী করত অর্থাৎ একের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়াত। এরপর রাসুল (ﷺ) একটি তাজা ডাল চেয়ে নিলেন। (ডাল আনার পর) মাঝখানে চিরে দু টুকরো দু'কবরের উপরে গেড়ে দিলেন। সাহাবাগন প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (ﷺ)! আপনি এমন করলেন কেন? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হয়তো ডাল শুকানো পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব হালকা করে দেওয়া হবে। (মেশকাত)

মুর্দার সাথে কবরের কথাবার্তা

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম (ﷺ) বাইরে তাশরীফ এনে দেখলেন লোকেরা খিলখিল করে হাসছে। হাসির ফলে তাদের দাত দেখা যাচ্ছিল। তাদের এ অবস্থা দেখে নবী করীম (ﷺ) বললেন, সাবধান! তোমরা যদি স্বাদ ও আনন্দ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতাম না। অতএব, তোমরা আনন্দ হরনকারী মউতকে বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবর বলতে থাকে "আমি মাটির ঘর, আমি নির্জন ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।"

অত:পর নবী করীম (ﷺ) বলেন, যখন কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে লক্ষ্য করে বলে, মারহাবা! তুমি আপন ঘরেই আসছ। জেনে রেখ আমার উপর দিয়ে যারা চলাচল করছে, তাদের মধ্যে তুমি আমার নিকট প্রিয় ছিলেন। আজ যখন তোমাকে আমার নিকট

Scanned by CamScanner

অর্পন করা হয়েছে এবং তুমি আমার আশ্রয়ে এসেছ তখন আমার উত্তম ব্যবহার দেখতে পাবে। এরপর যতদুর দৃষ্টি যায় ততদুর পর্যন্ত কবর তার জন্য প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা গুলো খুলে দেওয়া হয়।

আর যখন কোন নাফরমান কাফেরকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে লক্ষ্য করে বলে, তোমার আগমন অমঙ্গল হয়েছে। তুমি মন্দ স্থানে এসেছ। পৃথিবীতে যারা আমার উপর দিয়ে আসা যাওয়া করেছে তাদের মধ্যে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃনিত ব্যক্তি ছিলে। অতএব, আজ যখন তোমাকে আমার হাতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং তুমি আমার আয়ত্বে এসেছ তখন তোমার সাথে আমার দুর্ব্যবহার দেখতে পাবে। এরপর কবর তাকে এমনভাবে চাপ মারবে যে, তার ডানদিকের পাজর বাম দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই অবস্থাটি দেখানোর জন্য সে সময় তার এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করিয়েছিলেন। (মিশকাত)

আরো কিছু গোনাহের শাস্তি

বুখারী শরীফের দীর্ঘ হাদিছে নবী করীম (ﷺ)-এর একটি স্বপ্নের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে কবরের কিছু বিশেষ বিশেষ শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (ﷺ) বলেন আজ রাতে আমি স্বপনে দেখতে পেলাম দুইজন লোক এসে আমার হাত ধরে আমাকে এক পবিত্র স্থানের দিকে নিয়ে চলল। কিছু দূর যাওযার পর দেখলাম, একজন লোক বসে আছে এবং আরেকজন লোক তার নিকটে দাড়িয়ে আছে। দন্ডায়মান লোকটির হাতে একটি সাড়াশি রয়েছে। সে ঐ সাড়াশি ঢুকিয়ে বসে থাকা লোকটির চোয়ালে মাথার পেছন পর্যন্ত কেটে ফেলেছে। আবার অন্যদিক দিয়েও অনুরূপ করে। একদিক কাটার পর যখন অন্যদিক কাটতে যায়, তখন প্রথমদিক জোড়া লেগে ভাল হয়ে যায়। আবার কাটে আবার ঐরূপ জোড়া লেগে যায়।

Scanned by CamScanner

আমি (এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে সঙ্গীদেরকে) জিজ্ঞাসা করলাম, (বন্ধুগন!) ব্যাপার কি? তারা বলেন, সামনে চলুন।' ফলে আমরা সামনের দিকে চললাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম, একজন লোক একখানা ভারী পাথর হাতে নিয়ে তার নিকট দাড়িয়ে আছে। দন্ডায়মান লোকটি ঐ পাথর দিয়ে শায়িত লোকটির মাথায় আঘাত করে চূর্ণ বিচূর্ণ করছে। যখন সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে তখন (জোড়ে আঘাত হানার দরুন) পাথর দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। লোকটি নিক্ষিপ্ত পাথর কুড়িয়ে আনার আগেই মাথার ছিন্ন ভিন্ন টুকরোগুলো জোড়ালেগে আগের মত হয়ে যায়। সে এ পাথর কুড়িয়ে এনে আবার মাথায় আঘাত করে এবং মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলে। এভাবে সে বারবার আঘাত করতে থাকে। (এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সঙ্গীদেরকে) জিজ্ঞাসা করলাম, একি কান্ড? তারা (আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে) 'বললেন সামনে চলুন।' আমরা সামনে চলতে আরম্ভ করলাম। কিছুদূর যাওযার পর একটি বিরাট গর্ত দেখতে পেলাম। গর্তটির মুখ সরু কিন্তু ভিতরটা অত্যন্ত গভীর ও প্রশস্ত, যেন একটি তন্দুর। তার ভিতরে (দাউ দাউ করে) আগুন জ্বলছে আর বহু উলঙ্গ নারী-পুরুষ সেখানে অবস্থান করছে। (আগুনের তেজ এত বেশী যে, আগুন যেন ঢেউ খেলছে। টেউয়ের সাথে) যখন আগুন উপরে উঠে আসে, তখন লোকগুলো গর্তের মুখে এসে গর্ত থেকে বের হবার উপক্রম হয়। আবার যখন আগুন নীচে নেমে যায় তখন লোকগুলো আগুনের সাথে সাথে নীচে নেমে যায়। আমি (খুব ভয় পেয়ে) সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, বন্ধুগন ব্যাপার কি?" (আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই) তারা বললেন 'সামনে চলুন।' আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। কিছুদুর আগ্রসর হয়ে একটি রক্তের নদীর নিকট পৌছলাম। নদীর মাঝখানে এক লোক দাড়িয়ে আছে। আর নদীর তীরে আরেকটি লোক দাড়িয়ে রয়েছে। লোকটির সামনে কতগুলো পাথর পড়ে আছে। নদীর মাঝের লোকটি যখন কুলের দিকে আসার চেষ্টা করে, তখনই তীরে দাড়ানো লোকটি তার মুখে জোড়ে পাথর মেরে নদীর মাঝে হটিয়ে দেয়। এভাবে যখনই সে তীরের দিকে আসার চেষ্টা করে, তখনই তীরের লোকটি পাথর মেরে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই নিষ্ঠুর আচরন দেখে খুব ভীত হযে সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম। বন্ধুগণ বলুন, এ কি ব্যাপার? তারা কোন জবাব না দিয়ে বলেন 'সামনে চলুন'।

Scanned by CamScanner

আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি একটি সুন্দর সবুজ বাগান। বাগানের মাঝখানে অনেক উচু একটি বৃক্ষ। তার নিচে একটি বৃদ্ধ লোক বসে আছে। বৃদ্ধের চারপাশে অনেক বালক বালিকা। বৃক্ষটির কাছে আরো একজন লোক বসা আছে। তার সামনে আগুন জ্বলছে। লোকটি আগুনের তাপ আরো বৃদ্ধি করছে।

সঙ্গীরা আমাকে সেই বৃক্ষের উপরে নিয়ে গেলেন। বৃক্ষটির উপরে একটি মনোরম বালাখানা দেখতে পেলাম। তারা আমাকে (একাই) ঘরে প্রবেশ করালেন। এমন সুন্দর ও নয়ন জুড়ানো বালাখানা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। বালাখানার ভিতরে নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ ও বালক-বালিকা সব শ্রেণীর লোক রয়েছে। বালাখানা থেকে বের হয়ে আসার পর সঙ্গীরা আমাকে আরো উপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্রথমটার চেয়ে আরো উন্নত একটি বালাখানা দেখতে পেলাম। সেখানে ছিল শুধু বৃদ্ধ ও নওজোয়ান। আমি সঙ্গীদের বললাম, আপনারা আমাকে সারারাত বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমন করিয়ে আনলেন, এবার দয়া করে বলুন, ঐসব ঘটনার কি রহস্য ছিল? সঙ্গীরা বললেন-

প্রথম যে লোকটির মস্তক ছেদন করা হচ্ছে দেখেছেন, তার মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল। তার মিথ্যা কথা দুনিয়াতে মশহুর হয়ে গিয়েছিল। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এমন আচরন করা হবে।

দ্বিতীয় যে লোকটির মস্তক পাথরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআনের ইলম দান করেছিলেন। কিন্তু সে ইলম থেকে গাফেল হয়ে রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে সে অনুযায়ী আমল করত না। কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার এরূপ আঘাত চলতে থাকবে।

তৃতীয় আপনি যাদেরকে আগুনের তন্দুরের ভিতর দেখেছেন, তারা দুনিয়াতে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এই শাস্তি চলতে থাকবে।

চতুর্থ যে ব্যক্তিকে রক্তের নদীতে হাবুডুবু খেতে দেখেছেন, সে সুদ খেত।

Scanned by CamScanner

বৃক্ষের নিচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি হযরত ইব্রহীম (আঃ) বাচ্চাগুলো হল মানুষের নাবালেগ ছেলেমেয়ে। আর যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন, তিনি হলেন জাহান্নামের দারোগা মালেক ফেরেশতা। আপনি প্রথম যে বালাখানায় প্রবেশ করেছেন তা সাধারন ঈমানদারদের আর দ্বিতীয়টি শহীদদের। আর আমি হলাম জিব্রাইল (আঃ) ইনি হলেন মিকাঈল (আঃ)। এরপর জিব্রাইল (আঃ) আমাকে বললেন, 'এখন আপনি উপরের দিকে তাকান'। আমি উপরের দিকে তাকিয়ে একখন্ড মেঘ দেখলাম। জিব্রাইল (আঃ) আমাকে বললেন, 'এটাই হল আপনার বালাখানা'। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার বালাখানায় যেতে চাই। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আপনার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি, আপনার দুনিয়ার হায়াত বাকী আছে। যদি বয়স পূর্ণ হত তাহলে এখনই যেতে পারতেন।' (মিশকাত)

নবী রাসুলগণের স্বপ্ন হল অহী। এসব ঘটনা সবই সত্য। হাদিছে অহী দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা গেল।

প্রথমত: মিথ্যার ভয়াবহ শাস্তি।

দ্বিতীয়ত: বে-আমল আলেমের পরিনতি

তৃতীয়ত: যিনার প্রতিফল।

চতুর্থত: সুদ খোরের ভীষণ আযাব।

হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন! আমাদেরকে এ সকল গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

কবর আযাব মানুষ ও জ্বীনকে শোনানো হয় না কেন?

প্রশ্ন হচ্ছে, মুর্দাকে মারার আওয়াজ ও তার চিৎকারের শব্দ মানুষ ও জ্বীনকে শোনানো হয় না কেন? এর জবাবে বলা হয়, সমস্ত মাখলুকের মধ্যে মানুষ ও জীনের বরযখ বা কবরের সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

অতএব তাদেরকে যদি কবর আযাব দেখানো হয়, কিংবা সেখানকার বিপদগ্রস্থদের চিৎকার ও কান্নাকাটির আওয়াজ শুনান হয়, তাহলে তো

Scanned by CamScanner

তারা ঈমান এনে নেক আমল শুরু করে দিবে। অথচ আল্লাহর কাছে ঈমান বিল গায়েব অর্থাৎ না দেখে ঈমান আনাই কেবল গ্রহনীয়। শুধুমাত্র নবী করীম (ﷺ)-এর কথা শুনেই ঈমান আনতে হবে। বুঝে আসুক কিংবা না আসুক। এই না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস করাকেই ঈমান বলা হয়েছে।

যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

"আমার আযাব দেখার পর তাদের ঈমান কোন কাজে আসল না।"

(সুরা মুমিন)

মানুষকে কবরের আযাব না দেখানো এবং মুর্দাদের চিৎকার না শুনানোর আরেকটি কারণ এটাও হতে পারে যে, মানুষ তা সহ্য করতে পারবেনা। যদি তারা কবর আজাবের অবস্থা নিজের কানে শুনতে পায় কিংবা চোখে দেখে, তাহলে সহ্য করতে না পেরে বেহুশ হয়ে পড়বে।

কবর আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে যারা

নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন, ঐ সত্তার কসম যার পবিত্র হাতে আমার প্রাণ। মাইয়্যাতকে কবরে রাখার পর যখন লোকের আসতে থাকে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। মাইয়্যাত যদি ঈমানদার হয়; তাহলে নামাজ তার মাথার কাছে এসে দাড়ায়; রোজা তার ডান দিকে এবং যাকাত বামদিকে এসে হাজির হয়। তার ইবাদত সমূহ যথা-দান-খয়রাত, মানুষের সাথে সদাচরণ, ইত্যাদি এসে দাড়ায় পায়ের দিকে।

যদি মাথার দিক থেকে আযাব আসতে থাকে, তাহলে নামাজ বাধা দিয়া বলে, 'এদিকে যাওয়া যাবে না, যদি ডান দিক থেকে আজাব আসতে থাকে তবে রোজা বাধা দিয়ে বলে, এদিক থেকে যেতে পারবে না, যদি বামদিক থেকে আযাব আসতে থাকে, তবে যাকাত নিষেধ করে বলে এদিক দিয়েও জায়গা পাবে না, তারপর যদি পায়ের দিক দিয়ে আযাব আসতে থাকে তাহলে তার নামায আমল সমূহ (গতিরোধ করে) বলে এদিক দিয়ে যাওয়া যাবেনা।' (তারগীব)

Scanned by CamScanner

কবর আযাব থেকে নাজাতের প্রার্থনা

প্রমাণিত কবর আযাবে ভীত হয়ে, ঈমান বিল গায়েবকে শাণিত করে আসুন মহান রবের দরবারে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা জানাই "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন ঈমান দান কর, যে ঈমানের বিনিময়ে পরকালের প্রথম মনজিল আলমে বারযাখে (যাকে আমরা কবর বলি) শান্তি পাওয়া যায়। যে ঈমানের বিনিময়ে কবর হয়ে যাবে জন্নাতের বাগান এমন ঈমান তুমি আমাকে দাও। হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে এমন আমল করার তাওফীক দান কর যে আমল করার কারণে আমার কবর জীবন হবে সুন্দর ও আরামদায়ক। হে তাকদীরের লিখক আমার তাকদীরের মন্দ বিষয়গুলোকে কল্যাণ দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। হে আমার মাবুদ আমি তো তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই কাছে সাহায্য চাই। হে মাওলা! তোমার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, আমাকে তুমি এমন ইলম প্রদান কর যে ইলম অনুযায়ী আমল করলে আমি সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান পেয়ে যাই। যার কল্যাণে আমার কবর হবে তোমার জান্নাতের নূরের আলোকে আলোকিত।

আল্লাহুম্মা আমীন।

Scanned by CamScanner

আমার প্রার্থনা

হে আমাদের দয়াময় প্রভু! তোমার দয়া ও করুনা দিয়ে আমাদের জন্য মৃত্যু যন্ত্রনার মুহূর্তটি সহজ করে দাও।

হে আমাদের দয়াময় প্রভু! আমাদের মৃত্যুর সময় তোমার রহমতের ফেরেশতা প্রেরন কর।

হে আমাদের দয়াময় প্রভু! মৃত্যুর সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা নসীব কর।

হে আমাদের দয়াময় প্রভু! আমাদের রূহের জন্য দয়া করে আকাশের দরজা খুলে দিও।

হে আমাদের করুনাময় প্রভু! তোমার দয়ায় আমাদের নাম সমূহ ইল্লিয়্যিনে লিখার আদেশ জারি করিও।

হে আমাদের করুনাময় প্রভু! কবরের ভয়, চিন্তা ও একাকীত্বের সময় তোমার রহম ও করম আমাদের সাথী বানাইয়া দিও।

হে দয়াময় প্রভু! আমাদের কবরকে প্রশস্ত করে দিও।

হে দয়াময় প্রভু! আমাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দিও।

হে আমাদের দয়াময় প্রভু! আমরা গুনাহ্গার, অন্যায়কারী, তোমার দয়া ও অনুগ্রহের ভিখারী, আমরা তোমার দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করছি। হে প্রভু! আমাদের প্রতি রহম কর।

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনিই সর্বোত্তম রহমকারী।

Scanned by CamScanner

"ওসমান (রা.) বললেন : নিশ্চয় রাসুল (সা.) বলেছেন, পরকালের ঘাটি সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম ঘাটি। যদি কেউ কবরের ঘাটি হতে মুক্তি লাভ করতে পারে, পরের ঘাটি সমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি কবরের ঘাটি হতে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরের ঘাটিগুলো আরও কঠিন হয়ে যায়। অতঃপর তিনি আরও বলেন, আমি এমন কোন জঘন্য স্থান দেখিনি যা থেকে কবর জঘন্যতর নহে।"

পরবর্তী সিরিজ

"কিয়ামত কি, কেন, কখন, কিভাবে হবে?"

এ সিরিজের অন্যান্য গ্রন্থ:

১. যে বাহনের যাত্রী সবাই
২. অন্ধকার কবরে নুরের আলো।
৩. কিয়ামত কি, কেন, কখন, কিভাবে হবে?
৪. হাশরের ময়দানে আমার কি হবে?
৫. মহান আল্লাহর বিচার ব্যবস্থা।
৬. শাফায়াতের রহস্য।
৭. যে জান্নাতে যেতে চাই।
৮. যে জাহান্নাম থেকে আমি আশ্রয় চাই।
৯. আল্লাহর পরিচয়
১০. পীর মুরিদী তত্ত্ব ও ইমারতে ইসলাম
১১. মাহে রমযানের আমল
১২. রাসুল (সা.) এর পোশাক ও বর্তমান মুসলমান

প্রকাশনায়
খিদমতে খালক ফাউন্ডেশন
একটি দল নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক সংস্থা

Scanned by CamScanner